নাটক

দেশপ্রেম

শফীউদ্দীন সরদার

দেশপ্রেম

শফীউদ্দীন সরদার

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

দেশপ্রেম

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২
মতিঝিল কার্যালয়
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫
মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : মোঃ আব্দুল লতিফ
মূল্য : ১৫০/-

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

DESH PRAME Written by Shafiuddin Sarder. Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk150/- US $ 4/- ISBN. 984-70241-0083-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা
মেয়ে শামীমা নার্গিস পপীকে
- শফীউদ্দী-ন সরদার

www.pathagar.com

লেখকের কথা

পাঠকের ভাল লাগলে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে এবং আমার চিন্তাভাবনায় এমন আরো যেসব গল্প আছে, তা লিখতে উৎসাহ পাবো।

- শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইতিপূর্বে শফীউদ্দীন সরদারের বেশ কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে অনেক উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন এবং প্রতি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত **'দেশপ্রেম'** আরো একটি আকর্ষণীয় মঞ্চ নাটকের বই।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ লেখক শফীউদ্দীন সরদার - এর **'দেশপ্রেম'** নাটকের বইটি প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হলো। আশা করি গল্পটি পাঠকদের ভাল লাগবে এবং সোসাইটির স্বার্থকতা বয়ে আনবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"দেশপ্রেম"

"আমি তোমারে ডাকি গো –
রহমান রহিম রাব্বুল আলামীন,
কতজনকে হলো দয়া তোমার –
কতজনকে হলো দয়া আল্লাহ –
আমি হইলাম এতই হীন
রহমান রহিম রাব্বুল আলামীন।
আমি তোমারে ---------"

মাথার নিচে বই দিয়ে টান হয়ে শুয়ে থেকে গলা ছেড়ে গান গাইছে আবদুল্লাহ আমিন টিপু। গান গাইছে মানে, আল্লাহতায়ালাকে ডাকছে। বাড়ীর বর্ষীয়ান পুরুষ মহিলা সকলেই ও পাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গেছেন দো'আ মহফিলের দাওয়াতে। বাড়ীতে আছে শুধু ছেলেমেয়েরা। তারা পড়ার ঘরে পড়াশুনা করছে। আবদুল্লাহ আমিন টিপু থাকে বাড়ীর এক পাশের এক ফাঁকা ঘরে। ফাঁক পেয়ে সে গলা ছেড়ে গান ধরেছে– "আমি তোমারে ডাকি গো ....."

গৃহস্বামীর একমাত্র কন্যা যুবতী লায়লা বানু চুপি চুপি এসে আবদুল্লাহ আমিন টিপুর ঘরে ঢুকলো। এরপর আবদুল্লাহর কাছে এসে সশব্দে বলে উঠলো – এই যে আল্লাহর দাস, জব্বোর পড়াশুনা হচ্ছে দেখছি! বই গেছে মাথার নিচে, গলায় এসেছে গান! সাব্বাস্-সাব্বাস্!

ধড়মড় করে উঠে বসে আবদুল্লাহ টিপু বললো –আরে একি! লায়লা বানু তুমি? হঠাৎ এখানে? তোমার পড়াশুনা হয়ে গেছে বুঝি?

লায়লা বানু বললো–কি করে হবে? গানের সুর কানে গেলে আর পড়াশুনা হয়?

আব্দুল্লাহ টিপু বললো – অর্থাৎ, (সুর করে) বন্ধুর বাঁশী ডাক দিয়েছে, আর বসে থাকিস্নে লো –" এই ব্যাপার তাই না ?

www.pathagar.com

ঃ বটে ! তা আল্লাহর দাস, পুলক যে আপনার বেড়েই চলেছে ইদানীং?

ঃ আল্লাহর দাস! হঠাৎ আবার এ নাম পেলে কোথায়?

ঃ কোথায় আবার! আবদুল্লাহ মানেই তো আল্লাহর দাস। তার উপর আবার আমিন। সত্যবাদী।

ঃ মানে?

ঃ দেফর মানে? আবদুল্লাহ বাংলা করলে আল্লাহর দাসই হয়। আল্লাহর সার্‌ভেন্ট!

ঃ কিন্তু আমার তো আর এক নাম আছে। আমার 'টিপু' নামটাই সবাই জানে আর সবাই সব সময় আমাকে টিপু বলেই ডাকে। তোমরাও তাই ডাকো।

ঃ হ্যাঁ, আমিও তাই ডাকি সাহেব। কিন্তু আজ আর তা ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঃ হচ্ছে না?

ঃ না। আল্লাহর প্রতি যাঁর এত আকর্ষণ, আল্লাহকে যিনি এমন কায়মনোপ্রাণে ডাকেন, আজ তাঁকে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর দাস বলতেই ইচ্ছে হচ্ছে জব্বোর।

ঃ বটে ! এই কথা বলতেই বুঝি আসা হয়েছে এখানে?

ঃ জি না। পড়াশুনাটা কেমন হচ্ছে, তাই দেখতে এসেছি।

ঃ তাই দেখতে চুপি চুপি এসেছো?

ঃ তবে কি প্রেম করতে চুপি চুপি এসেছি?

ঃ আসতেও তো পারো। বাড়িতে মুরুব্বীরা কেউ নেই। এই ফাঁকে যে কিছুক্ষণ চুটিয়ে প্রেম করতে আসোনি, তা কে বলতে পারে।

ঃ বাব্বা! গাছে না চড়তেই এক ধামা?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ অর্থাৎ, শাদির কথা উঠতে না উঠতেই, লাজ শরম বেচে খাওয়া একদম সাড়া?

www.pathagar.com

ঃ লাজ শরম! বেশ, কথাটা যখন তুললেই, তখন এই ফাঁকে বলি, আমি স্থির করেছি অচিরেই আমি মেসে পার হবো। তোমার সাথে আমার শাদির কথা উঠার পর আর আমার এখানে, মানে তোমার কাছে কাছে থাকাটা চলে না।

ঃ কেন চলে না?

ঃ আমার পড়াশুনা আর হবে না।

ঃ কেন হবে না? আমার আব্বা আমাকে আপনার সাথে শাদি দিতে চেয়েছেন বলে কি আজই দিচ্ছেন যে পড়াশুনা হবে না? আপনার পরীক্ষার পর শাদি দেবেন বলেছেন।

ঃ তা বললেও, আমার খুবই "বাঁধো-বাঁধো" লাগছে। শাদির কথা উঠার পর তোমাদের বাড়িতে তোমার কাছে থাকতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। পড়াশুনাতে আদৌ মন বসাতে পারছিনে।

ঃ তাহলে কোথায় গেলে মন বসাতে পারবেন আপনি ? মেসে ?

ঃ হ্যাঁ, মেসে।

ঃ কোন্ মেসে ? বাড়ির কাছের এই "দি ঝামেলা মেসে" বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, এই "দি ঝামেলা মেসে"। তোমাকে ছেড়ে দূরের কোন মেসে গেলে মন টিকবে না আমার। আমি তোমার কাছে কাছেই থাকতে চাই। মাঝে মাঝেই তোমার কাছে আসতে চাই আর তোমাকে দেখতে চাই। গল্প আলাপ আর চুপি চুপি প্রেমালাপ করে যেতে চাই।

ঃ ওহ্ ! ওদিকে তো হুঁশ খুব টনটনে।

ঃ হবে না ? দীর্ঘদিন ধরে যে প্রেমালাপটা চালিয়ে এলাম আমরা দু'জন, সেটা কি হঠাৎ করে বাদ দিয়ে থাকা যায়?

ঃ তা যদি না যায়, তাহলে আমাদের বাড়ি থেকে সরে থাকার শখ কেন? আমার আব্বা আম্মারা তো আসলেই এটা চান না।

ঃ তবুও উপায় নেই। একটু ফাঁকে আমাকে থাকতেই হবে। নইলে, পড়াশুনা একটুও হবে না। সব সময় শুধু তোমার সাথে গল্প করার ইচ্ছে হবে।

www.pathagar.com

ঃ আর ঐ "দি ঝামেলা মেসের" ঝামেলার মধ্যে গেলে বুঝি খুবই পড়াশুনা হবে?

ঃ খুবই পড়াশুনার তো দরকার নেই। গতবার পরীক্ষার আগে হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটায় পরীক্ষা দেয়া হলো না। অস্থির মন নিয়ে পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাসটা নাও পেতে পারি ভেবে, পরীক্ষা দিলাম না। নইলে, পড়াশুনাটা পুরোপুরিই করা আছে। এখন শুধু একটু রিভাইজ দেয়া দরকার।

ঃ সেই রিভাইজ দেবেন ওখানে বসে ?

ঃ হ্যাঁ– হ্যাঁ, একটু একটু রিভাইজ দেয়া। আসলে বড় কথা, বিয়ের আগে একটু সরে থাকা দরকার। নইলে কেমন যেন গা-কাটা লাগে আমার।

এই সময় লায়লা বানুর আব্বা আম্মার গলা শোনা গেল। লায়লা বানু চমকে উঠে বললো –এইরে! ফিরে এসেছেন উনারা! এই সময় আমাকে এই ঘরে দেখলে লজ্জায় মাথাটাই কাটা যাবে আমার –

- বলেই দৌড় দিয়ে বেরিয়ে গেল লায়লা বানু।

অবশেষে সেইটেই চূড়ান্ত হলো। লায়লা বানুর পিতা মাতার আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা পর্যন্ত সময় মেসে থাকার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো আবদুল্লাহ আমিন টিপুর। একদিন সে বই পুস্তক ও ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে "দি ঝামেলা মেস্" এর একটি সিঙ্গল সিটেড্ রুমে এসে উঠলো।

মেসের নাম "দি ঝামেলা মেস"। নানান ধান্দার, নানান পেশার বহু লোক থাকে এই মেসে। মেসটির মূল বা প্রধান হত্তাকত্তা চারজন যুবক। একজন বাবুর্চি আর একজন বয় নিয়ে মেসটি তারাই চালায়। মেস্ কমিটির বলতেও সাকুল্যে তারাই কয়জন। তবে সবাই এরা প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক।

www.pathagar.com

দেশ প্রেমে সকলেরই কলিজা এদের ফাট্ ফাট্। এ উদ্দেশ্যে তারা প্রায়শঃই মিটিং সিটিং করে আর বক্তৃতা করে ফেনা তুলে মুখ দিয়ে।

কয়দিন পরেই একুশে ফেব্রুয়ারি। সে উপলক্ষে আজ তারা গরম করে তুলেছে মেসের অফিসকক্ষ। অফিস কক্ষটিকে আজ তারা ব্যবহার করছে একটি নাট্যমঞ্চ রূপে। বয়-বাবুর্চিকে সব সময় দাবড়িয়ে বেড়ায় এরা। বয়-বাবুর্চিরা জব্বোর ভয় করে এদের। কিন্তু সুযোগ পেলেই এদের আহামরি "দেশপ্রেম" লোক সমাজে তুলে ধরে এই বয়-বাবুর্চি দুইজন। বাবুর্চির নাম লায়েবুল্লাহ। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। সে উত্তরবঙ্গের নওগাঁ ও রাণীনগরের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। 'বয়' এর নাম আব্দুল। সে ঢাকাইয়া। বয়স বাইশ তেইশ।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করার প্রস্তুতি নিতে আজ সন্ধ্যার পর ব্যাপক আয়োজন করেছে মেসের এই চার হর্তাকর্তা।

এদের নাম মুহসীন, হাতেম, জিলানী আর নাসির। এই চারজনের মধ্যে দাপটে আর গলাবাজিতে এক নম্বর স্থানে আছে মুহসীন, দুই নম্বর স্থানে আছে হাতেম, তিন নম্বর স্থানে আছে জিলানী আর সবার নিচে চার নম্বর স্থানে আছে নাসির।

এই প্রস্তুতিমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে তারা নেপথ্যে রেখেছে এক ঘোষক। আছে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা। ঘোষকের ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের দিনে তারা তাদের কলাকৌশল প্রদর্শন করবে। বাজবে যন্ত্রসঙ্গীত।

সে উদ্দেশ্যে আজ রিহেয়ারসেলও দিচ্ছে তারা ঘোষকের নির্দেশে। বাজ্‌ছে যন্ত্রসঙ্গীত। পুরোপুরি নাটক আর কি! আলো, পর্দার দস্তুর মতো ব্যবস্থা। রিহেয়ারসেল দেখতে দর্শকও এসেছে অনেক। সন্ধ্যার পরেই শুরু হলো রিহেয়ারসেল। যন্ত্রসঙ্গীতে বাজতে লাগলো- "চল্-চল্-চল্। ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের ..... " গানটি। পর্দা উঠলো। আলোকিত হলো মঞ্চ তথা অফিস কক্ষ।

সঙ্গীতের তালে তালে লাইন ধরে মার্চ করতে করতে মঞ্চে (মেসের অফিস কক্ষে) প্রবেশ করলো মুহসীন, হাতেম, জিলানী ও নাসির। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে প্ল্যাকার্ড। মুহসীনের প্ল্যাকার্ডে লেখা- "দয়ার

www.pathagar.com

বড় ধর্ম নাই", হাতেমের প্ল্যাকার্ডে লেখা- "দানের বড় কর্ম নাই", জিলানীর প্ল্যাকার্ডে লেখা –"সত্যের বড় বর্ম নাই", ও নাসিরের প্ল্যাকার্ডে লেখা- "সৎ পথে ঘর্ম নাই"।

সঙ্গীত বাজতে লাগলো। ওরা চারজন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্চ করতে করতে তাদের প্ল্যাকার্ডগুলো ঘুরিয়ে ধরলো। প্ল্যাকার্ডগুলোর উল্টা পিঠে লেখা–মুহসীনেরটায় "KINDNESS", হাতেমেরটায় "CHARITY", জিলানীরটায় "TRUTH" এবং নাসিরেরটায় লেখা- "HONESTY"।

নেপথ্য থেকে ঘোষক ঘোষণা করলো– প্ল্যাটুন, মার্ক টাইম। (আবৃত্তির সুরে) "Kindness, Charity, Truth, Honesty – makes a country strong and mighty"

ঘোষক এই একই বাক্য পুনঃপুন আবৃত্তি করতে লাগলো। আবৃত্তির তালে তালে এরা চারজন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে একই জায়গায় একইভাবে মার্চ করতে লাগলো। একটু পরে ঘোষক বললো–প্ল্যাটুন, এবাউট টার্ন। মার্চ ফরোয়ার্ড –

ওরা ঘুরে দাঁড়ালো এবং মার্চ করতে করতে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা চারজন চলে যাওয়ার পরেই চুপি চুপি মঞ্চে প্রবেশ করলো লায়েবুল্লাহ আর আবদুল। আবদুল ক্রোধভরে বললো– "হালাগোর চোখের চর্ম নাই"। লায়েবুল্লাহ বললো–তুই ঠিকই কচুরে আবদুল। "এরকেরে কুনো ফর্মো নাই"।

এরপর লায়েবুল্লাহ দর্শকদের লক্ষ্য করে বললো–এর্কেরে কায়কারবার দেখ্যা মুর আক্কেল এক্কেবারে গুরুম্ হয়্যা গেছে বাপো! এরা যা কওচিন্ আর করোচিন্ –তা দেখলে, তোমরাও সব তাক্ লাগ্যা যাবিন। মুই আগেই কয়োচিনা, – এ্কেরে কুনা ফর্মো নাই ? হক্ কতা বাপো। কুন্টে লাগে জিনপরী! একেরেও কুনো ফরমো, মানে আকার তুরুৎ ঠাহর করবার পারবিন্নে। এরা এই এখনি সাজোছে পায়রা, ফির এখনি পেঁচা। এখনই ময়ূর, ফির লজর না ফিরতেই দেখপিন– বেঁমাকগুলো দাঁড়কাক। ঠিক হামকেরে আর পাঁচঝনা ভাই -বেরাদরের মুতোই।

www.pathagar.com

ল্যাওদিনি, তোমরা আবার হামার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কর‍্যা চাওচিন্ ক্যান্ বাপো? কিছুই বুঝ্ব্যার পারোচিননে। পার্‌বিন- পার্‌বিন্। আস্তে আস্তে বেঁমাক্ বুঝ্ব্যার পারবিন্। হামার আপনার মুতোই এর্‌কেরেও ভাইবেরাদর বুকের অক্তো দিয়্যা দ্যাশ্ স্বাধীন করিচে বাপো! দরদ কম ভাবোচিন্ ক্যান?

শুনতে শুনতে আবদুল বললো—আরে হের লাইগা তুমি এত ফাল্ পারতাছো ক্যান্?

লায়েবুল্লাহ রুষ্ট কণ্ঠে বললো- ল্যাওদিনি! কতার মধ্যে ঘচাং কর‍্যা দিলিন্ পাও ঢুকায়্যা ?

আবদুল বললো — পাও ! আরে আমি তো কতা কইতাছি।

ঃ তা কবিন্, ক। ঘিঁষ্ মারেচিন্ ক্যান ?

ঃ খাইছেরে। কি কইলাম আর হালায় কি ধইরা লইলো!

ঃ মানে?

ঃ আরে লায়েবুল্লাহ ভাই, ওগোরে চাল চলন লইয়া আমাগোরে খিস্তিকরণের কাম্‌ডা কি হুনি? পয়পরিচয়ডা ঝট্‌পট্ হাইরা লইয়া, চলো চট্‌পট্ কাইটা পড়ি। হালারা কখন ফের আয়া পড়বো, তার ঠিক আছে?

একটু চিন্তা করে লায়েবুল্লাহ বললো— হ। একদিক দিয়া তুই ঠিকই কওচিন্। হামরা আদার ব্যাপারী। উসব জাহাজের খবরে হামাকেরে কাম্‌ডা কি?

আবদুল বললো — হেইডাইতো কইতাছি।

ঃ তাইলে এখন কি করমু, ক'দিনি?

ঃ অহন আমাগোর পরিচয়ডা দেওন লাগ্‌বো।

ঃ তাইলে উডা তুইই দিয়্যা দিন্‌রে আবদুল।

ঃ হেইডা কওনা ক্যান্ ? আমি এক মিনিটের মধ্যে হাইরা দিতাছি।

এবার আবদুল দর্শকশ্রে তাদের উদ্দেশ্য করে বললো —এই যে হুনেন। আপনারা হুনেন। হগগলে মন লাগাইয়া হুনেন। আমরা অহন যেহানে আছি, হেইডা হইলো গিয়া একটা ম্যাচ্!

www.pathagar.com

শুনে লায়েবুল্লাহ বললো—যাঃ সংকট! ঘ্যাঁচ্ কর‍্যা দিদ্‌ন একটা ফ্যাসাদ বাধায়্যা ?

ঃ এ্যাঁ! ফ্যাসাদ?

ঃ ফ্যাসাদ লয়? ম্যাচ্ কিরে, ম্যাচ্?

ঃ ম্যাচ্ মানে ম্যাচ্ আমরা যেহানে আছি।

ঃ কায্যিবাদ করিচেরে। আরে, ম্যাচ্ মানে তো শলাই। (পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে) মানে, এইড্যা। এখন হাম্‌রা এইড্যার মধ্যে আছি?

ঃ (ঘাব্‌ড়ে গিয়ে) তয়?

ঃ মেস্- মেস্।

ঃ হ—হ, মেস্। মানে, খাওন থাকোনের হোট্যাল্। আপনারা হুনেন, আমি অইলাম গিয়া এই মেসের বয়। মানে বয় সার্ভেন্টো। আর এই আবদুল্লাহ বাই অইতাছে বাবুর্চি।

ঃ (দর্শকদের প্রতি) বুঝ্‌ব্যার পারোচিন? মুই ঐ দাঁড়কাকগুলার আর এই মেসের অন্যান্য বেঁমাকগুলা বাবুর্চি। মুই এর্‌কেরে সবাইকে পাক কর‍্যা খাওয়াই। এই বেঁমাকগুলাই এই মেসের লেম্বর। তাই নারে আবদুল?

ঃ হ, লেম্বর- লেম্বর। (দর্শকদের প্রতি) হুদু এই দাঁড়কাক কয়ডাই লয় আরো অনেক আছে। কেউবা পড়োনের লাইগা, কেউ বা চাক্‌রীর নামে ঘুরোনের লাইগা, কেউ বা আবার হুদাই হুদাই হ শুরের পয়সা উড়ানোর লাইগা এই হানে পইড়া আছে। আর হুদুই কি পইড়া আছে? বছরের পর বছর ধইরা এক্কেবারে খুঁটি- গাইড়া পইড়া আছে।

ঃ ল্যাওদিনি! কুন্‌টে পইড়া আচে?

ঃ ক্যান্? এইহানে – এই মেসে ?

ঃ আরে খালি মেস্ মেস্ করোচিন্ ক্যা? মেসের নামডা দর্শকদের কবিন তো?

ঃ হ—হ, মেসের নাম। এই মেসের নামডা অইতাছে "দি ঝামেলা মেস্।" আপনারা অনেকেই এই মেসের নামডা লিশ্চয়ই জানেন –

এই সময় মুহসন ডাকতে লাগলো—আবদুল—আবদুল, আরে এই হারামজাদা! তোরা সব গেলি কোথায়?

www.pathagar.com

আবদুল চমকে উঠে বললো–খাইছেরে! লায়েবুল্লাহ বাই, পালাও–পালাও। হালারা বুঝি এই দিকেই আসছে–

দুইজন পড়িমরি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ই নেপথ্য থেকে মাইকে ঘোষণা এলা– "এতদ্বারা "দি ঝামেলা মেস্' এর সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে, আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অত্র মেসের তরফ থেকে এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। এবারের বিশেষ আকর্ষণ আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় শহরের গণ্যমান্য সকলেই উপস্থিত থাকিবেন। উন্নতমানের বক্তৃতার জন্য বিশেষ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা থাকিবে। জাতীয় চরিত্র গঠনের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীই হইবে বক্তৃতার বিষয়বস্তু। উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্যে ইতিমধ্যেই মেসের অফিসকক্ষে আজ সন্ধ্যায় রিহেয়ারসেলের আয়োজন করা হইয়াছে। আগ্রহী সদস্যদের এই বিহেয়ারসেলে যোগদান করার জন্যে অনুরোধ করা যাইতেছে। অনুরোধক্রমে–সম্পাদক, একুশে উদযাপন কমিটি। ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৮০ সাল। আলো নিভে গেল। পর্দা পড়লো।

রিহেয়ারসেলে একটু বিরতি দেওয়ার জন্যে মঞ্চে পর্দা পড়লো। ও দিকে আবদুল্লাহ আমিন টিপু সেদিন বিকেলে লায়লা বানুদের বাড়িতে গিয়েছিল লায়লা বানুর সাথে সাক্ষাৎ করতে। সন্ধ্যে নেমে আসায় টিপু মিয়া মেসে ফিরে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, লায়লা বানু রাখোশ কণ্ঠে বললো– যা-বাবা! আসতে না আসতেই ফিরে যাওয়ার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে?

আবদুল্লাহ আমিন টিপু বললো– আসতে না আসতেই কি রকম ? এসেছি সেই বিকেল বেলা। অনেক খানি বেলা থাকতে।

ঃ তা এসেছেন। কিন্তু আমার কাছে এলেন তো এই মিনিট পনের আগে।

ঃ মিনিট পনের আগে?

www.pathagar.com

ঃ তাই বই কি? এসেই আপনি বাড়ির আর পাঁচজনের সাথে গল্পজুড়ে দিলেন। আব্বা আম্মার কাছে গিয়ে সুবোধ ছেলের মতো আলাপ করলেন এক বেলা ভর। তারপরে তো এই আমার কাছে এলেন। এসেই আবার শুরু করলেন আমার পড়ার খবর নেয়া। দু'টা ভালমন্দ কথা যে বলবো, সে সুযোগই পেলাম না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। আজ যাই। পরে যেদিন আসবো, সরাসরি তোমার কাছেই আসবো। আর কারো কাছে যাবো না। সে দিন তুমি ভালমন্দ, টক্‌মিষ্টি, যত কথা আছে, মন উজার করে সব ব'লো। আজ যাই।

লায়লা বানু গম্ভীর কণ্ঠে বললো– হুঁ, বুঝেছি! যা শুন্‌ছি, তা তাহলে মিথ্যা নয়।

টিপু মিয়া বললো– যা শুনছি মানে ! কি শুনছো?

ঃ শুনছি, আপনার মনের পালে অন্য হাওয়া লেগেছে। আমার সান্নিধ্য আর ভাল লাগছে না আপনার।

ঃ অন্য হাওয়া!

ঃ নতুন হাওয়া। নতুন ফুলের গন্ধ। তাই, আমার সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে মেসে ছুটে যাচ্ছেন।

ঃ সর্বনাশ! মেসে আবার নতুন ফুলে গন্ধ এলো কোত্থেকে? ওখানে তো সব বখাটে আর বেয়াড়া পুরুষ মানুষের বাস। ওখানে তো কোন --

ঃ ওখানে নয়। নতুন ফুল ফুটেছে আপনার গ্রামের বাড়ির ওদিকে। বইছে নতুন হাওয়া। আর ঐ হাওয়াই নতুন ফুলের গন্ধ বয়ে এনে মন আপনার উতলা করে তুলেছে।

ঃ সাব্বাস্! এ যে রীতিমতো কাব্য জুড়ে দিলে। ঘটনা কি বলোতো? কোথায় নতুন ফুল ফুটলো ?

ঃ আপনার খালা বাড়িতে। আপনার খালার মেয়েই সেই নতুন ফুল।

ঃ খাইছেরে! আমার মায়ের কোন বোনই নেই, আর উনি খালা টেনে আনছেন।

ঃ নিজের বোন না থাক, আপনার আম্মার মামাতো ফুফাতো বোন তো আছেন। নেই?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ আছেন। মামাতো বোন একটা আছেন।

ঃ আমি তাঁর মেয়ের কথাই বলছি।

ঃ তবু আন্দাজে ঢিল মারলে তুমি।

ঃ কি রকম?

ঃ আম্মার সেই মামাতো বোনের কোন ছেলেপুলেই হয়নি। তিনি বন্ধ্যা। তাঁর মেয়ে এলো কোত্থেকে?

ঃ আরে তাঁর পালিত মেয়ে। তাঁর একটা পালিত মেয়ে নেই! আপনি তা জানেন না?

ঃ হ্যাঁ তা নাকি আছে একটা। শুনেছি, নিজের কোন বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় কোন্ এক অনাথ মেয়েকে দত্তক নিয়েছেন তিনি।

ঃ আপনি শুধু শুনেছেন?

ঃ হ্যাঁ, আমার শোনা কথা। আমি কখনো দেখিনি তাকে।

ঃ কিন্তু আপনার অভিভাবকদের অনেকেই তাকে দেখেছেন। ইদানীং তাঁরা আরো বেশি বেশি করে দেখছেন।

ঃ বেশি বেশি করে? কেন?

ঃ ঐ মেয়ের মতো সুন্দরী মেয়ে আপনাদের ঐ তল্লাটে আর একটাও নেই। একেবারে তল্লাটের সেরা সুন্দরী মেয়ে।

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ তা বুঝতে পারছেন না? আপনার অভিভাবকেরা অনেকেই ঐ মেয়ে দেখে পাগল হয়ে গেছেন। আপনার গলায় ওকে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন তাঁরা।

ঃ তুমি সেটা শুনেছো?

ঃ শুধু আমি কেন? আমার আব্বা আম্মার কানেও কথাটা পৌঁছেছে।

এবার থমকে গেল টিপু মিয়া। বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সে কি! তাঁদের কানেও পৌঁছেছে?

ঃ কেন, এতক্ষণ তাদের সাথে গল্প করলেন, আর তাঁরা আপনাকে এ কথা কিছুই বলেন নি?

www.pathagar.com

ঃ না, মুখে কিছুই বলেন নি। তবে তাঁদের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা ছন্দপতনের ভাব লক্ষ্য করলাম।

ঃ ঐ কারণেই—ঐ কারণেই। তাঁদের ইচ্ছেটা বানচাল হয়ে যায় বুঝি —সেই কারণেই। তাঁদের মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বের হয়েছো তো!

ঃ কেন, তাঁদের ইচ্ছা বানচাল হয়ে যাবে কেন?

ঃ যেতেও তো পারে। ঐ মেয়েকে আপনার গলায় ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে আপনার অভিভাবকেরা অনেকেই যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন -

ঃ বটে! আমি আল্না বা হ্যাংগারের মতো কোন জড় পদার্থ নাকি যে, যা কিছু আমার উপর চাপিয়ে দেবে আমি তাই গলায় নিয়ে চুপ করে থাকবো? ছুড়ে ফেলে দিতে পারবো না। লায়লা বানু হেসে বললো — পারবেন না-পারবেন না। আপনার গলাটা দুই বাহুর আলিঙ্গনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলে, আর সে আলিঙ্গন খুলতে আপনি পারবেন না। টিপু ব্যঙ্গ করে বললো- তোমার মাথা।

ঃ মাথা নয়— মাথা নয়। আপনার মতো সুপুরুষের গলা সে মেয়ে আর কস্মিনকালেও ছাড়বে না। অন্তত আপনার অভিভাবকেরা তাকে সে কথা শিখিয়ে পড়িয়ে দেবেন।

ঃ আমার অভিভাবকদের এত গরজ?

ঃ তাঁরা অনেকেই ঐ রকম সুন্দরী মেয়ে আর দেখেননি। তাই তাঁরা এলাকার ঐ সেরা সুন্দরী মেয়েকে হাতছাড়া করতে চান না। আপনার গলায় ওকেই —

ঃ আমার অভিভাবকদের অনেকেই লায়লা বানুকেও দেখেননি। দেখলে তাঁরা বলবেন—"ওরে বাপ্‌রে! এটা একদম বিশ্বসুন্দরী মেয়েরে। তুচ্ছ এলাকা সুন্দরী নয়। এটাকে হাতছাড়া করা যাবে না। কিছুতেই না"।

ঃ বটে।

ঃ লায়লা বানুকে দেখার পর এলাকার ঐ সেরা সুন্দরী মেয়ের দিকে তাঁরা আর ফিরেও তাকাবেন না। কাজেই লায়লা বানুর হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

www.pathagar.com

ঃ আমার বয়ে গেছে হতাশ হতে।

ঃ বয়ে যায় নি?

ঃ মোটেই না। এখন থেকেই আমি এমনভাবে গলা জড়িয়ে ধরে রাখবো যে, শ্রীমান আল্লাহর দাস টিপু মিয়া আমার হাত থেকে বেরিয়ে আর অন্য কোন দিকে যেতেই পারবেন না– বলেই লায়লা বানু হাসতে হাসতে ক্ষিপ্র হস্তে টিপুর গলা জড়িয়ে ধরার ভান করলো। টিপু মিয়া চমকে উঠে বললো–এই ছিঃ–ছিঃ! করো কি–করো কি! আমরা পরস্পর এখনো বেগানা। তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের এমন ছেলে মানুষী করা কি আদৌ সাজে? এটা যে কত বড় গুনাহ্, সে বোধটাও হারিয়ে ফেললে বিলকুল–

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো টিপু। লায়লা বানু হাসতে হাসতে বললো – ফেলাবো না ? এসেই যাই– যাই করলে সে বোধ আমি সত্যি সত্যিই হারিয়ে ফেলবো কিন্তু। বসুন, চুপ করে বসুন !

ঃ এ্যাঁ ।

ঃ আমাকে যদি সে গুনাহ্ করতে না দেন, তাহলে বসুন। যাই– যাই করবেন না।

ঃ কিন্তু–

ঃ কোন কিন্তু নয়। রাতের খাবার আমরা রাত আটটার মধ্যেই খাই। আটটা প্রায় বাজে। আমি দেখি, টেবিলে খাবার দিয়েছে কিনা। রাতের খাবার এখানে খেয়ে তবে আপনি যাবেন। পালাবেন না যেন –

লায়লা বানু উঠে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলো। বাধ্য হয়ে বসে রইলো টিপু মিয়া এবং রাতের খানা সেখানেই খেয়ে রাত পৌনে নয়টার দিকে মেসে ফিরে এলো।

এদিকে বিরতির অল্প একটু পরেই পর্দা উঠলো মঞ্চের। জ্বলে উঠলো আলো। হৈ হৈ করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করলো মুহসন, হাতেম, জিলানী ও নাসির। তারা চারজন চার চেয়ারে পাশাপাশি বসলো।

www.pathagar.com

মুহসীন ঃ জাতীয় চরিত্র গঠনের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী নিয়ে বক্তৃতা। আরে সে গুণাবলীতো সবগুলো আমাদের চারজনের মধ্যেই বিদ্যমান, নাকি বলিস্ তোরা?

হাতেম ঃ বিদ্যমান মানে কি? পুরোপুরি বিদ্যমান। গজ্ গজ্ করছে আমাদের পেটের মধ্যে। সুতরাং, বক্তৃতা আমাদের একদম জমজমাট বক্তৃতা হবে।

মুহসীন ঃ ঠিক–ঠিক। যা বক্তৃতা হবে না, পাবলিক একদম পাগল হয়ে যাবে। একদম পাগল।

হাতেম ঃ শুধুই পাগল? দিশেহারা হয়ে সবাই তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

নাসির ঃ এক একটা কথা তীরের মতো ঢুকে শ্রোতাদের দিল একদম পাংচার করে দেবে।

জিলানী ঃ তীর কিরে? বুলেট–বুলেট। টাঁই টাঁই করে বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মুহসীন ঃ রিয়্যালি! যা হবে না, এক্কেবারে হউনিক। ওয়ান্ডারফুল।

জিলানী ঃ কি বললি?

মুহসীন ঃ কমলিটলি আনপ্যারাল্যাল।

জিলানী ঃ আব্বে মেরে লাল, মাদারি-জবান কি লিয়ে তুমহারা ভাই –বেরাদর জান দিলো, তবু ঐ খেষ্টানী জবান আজও ছাড়তে পারলে না?

হাতেম ঃ তুমি আবার কোন্ জবানে কথা বলছো বাপধন? বিশুদ্ধ মাতৃভাষা বলে তো মনে হচ্ছে না।

জিলানী ঃ থুড়ি–থুড়ি। শালা বেসামালকে সামাল করতে গিয়ে নিজেই তাল হারিয়ে ফেলেছি।

নাসির ঃ বেশ করেছো। অনুষ্ঠানের দিনেও যদি অম্নি করে তাল হারাও, তাহলে পিঠে তাল পড়ুক আর না পড়ুক, মুখে ডজন খানেক পচা ডিম পড়বেই।

হাতেম ঃ শুধু ডিমই নয়, কয়েক জোড়া জুতাও।

www.pathagar.com

নাসির ঃ তাও আবার ছেঁড়া

সকলে হেসে উঠলো।

মুহসীন ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে) নে, বক্তৃতার রিহেয়ারসেলটা হয়ে যাক।

হাতেম ঃ গুড্! তাহলে আমি আগি বলি –

মুহসীন ঃ নো। প্রস্তাব যখন আমার তখন আমিই আগে বলবো। জিলানী অল্‌রাইট! তুই-তই আগে শুরু কর। কিন্তু সময় মোটে পাঁচ মিনিট।

মুহসীন ঃ মাত্তর পাঁচ মিনিট?

হাতেম ঃ ইয়েস। পেটে আগুন। রাত বাড়ছে না?

মুহসীন ঃ ঠিক আছে। আমি পাঁচ মিনিটই বলবো, কিন্তু কেউ এর বেশি বলতে পারবে না।

নাসির ঃ ও.কে. আমি টাইম দেখছি।

নাসির ঘড়ি খুলে টেবিলের উপর রাখলো। মুহসীন মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দর্শক–শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বক্তৃতা শুরু করলো।

মুহসীন ঃ মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধিমণ্ডলী। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি– ।

জিলানী ঃ এই দাঁড়া–দাঁড়া। ফেব্রুয়ারি যে ইংরেজি কথা।

মুহসীন ঃ তাইতো ! ফেব্রুয়ারির ইংরেজি কিরে?

নাসির ঃ (ঘড়ি দেখে) চালিয়ে যা–চালিয়ে যা। সময় চলে যাচ্ছে।

মুহসীন ঃ মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। এমনই এক দিনে বুকের তাজা খুন ঢেলে খুন হয়েছে আমাদেরই কয়েক ভাই।

তাদেরই পথ ধরে দীর্ঘদিন ধরে আমরা সিংহের মতো লড়াই করেছি।

হাতেম ঃ ওসব লড়াই কোথায় হলোরে? সিলেট, না যেশোর সেক্‌টারে?

মুহসীন ঃ যেশোর ? না– না, মাইশোর, মাইশোর সেক্‌টারে।

হাতেম ঃ মাইশোর! মাইশোর কোথায়?

মুহসীন ঃ অত কি আর ছাই জানি?

www.pathagar.com

হাতেম ঃ তো বল্‌ছিস্ যে?

মুহসীন ঃ আরে ধ্যাৎ! মুড্‌টাই নষ্ট করে দিলে! বড় বড় যুদ্ধের কথা না কি পাবলিক চার্মড্ হয়?

নাসির ঃ (ঘড়ি দেখে) চালা-চালা–

মুহসীন ঃ সুধীমণ্ডলী, দীর্ঘদিন লড়াই করে আমরা স্বাধীনতাকে অর্জন করেছি। আমাদের এই সৌভাগ্যের যারা মূল, সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শুধু মুখের কথায় হবে না। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্যে আত্মনিয়োগ করার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে তাদের প্রতি আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন। কিন্তু সেই উন্নতি কি, কাহাকে বলে এবং কত প্রকার, তা আপনারা অনেকেই জানেন না। সেই উন্নতি হচ্ছে জাতিকে উপরে টেনে তোলা। দেশ ও জাতিকে উপরে তুলতে হলে চাই –কতগুলো সদ্‌গুণের অনুশীলন। বিশেষ বিশেষ সৎগুণের অনুশীলন করলে দেশ ও জাতি উপরের দিকে উঠতে থাকবে।

সুধীমণ্ডলী, আমার নাম মুহসীন। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের নামে আমার নাম। আমার বক্তব্য তাই দয়া নিয়ে। 'দয়ার বড় ধর্ম নাই'। হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন দয়ার পাওয়ার হাউস্। সেই হাউসে চুরি করতে ঢুকে একটা প্রচণ্ড শক্ খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাল্মিকী দস্যু। এরপর, চুরি করা ছেড়ে দিয়ে তিনি ফেরি করে বেড়িয়েছেন ট্রেনে ট্রেনে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমি আজ যাবো না। কারণ আমার বক্তব্য আজ দয়া নিয়ে। দেশের প্রতিটি লোক দয়াবান হলে জনগণের সুখের সীমা থাকবে না।

নাসির ঃ (টেবিল চাপড়িয়ে) স্টপ্-স্টপ্। টাইম শেষ।

মুহসীন ঃ এ্যাঁ! শেষ? একটু ভাই, দয়া করে আর একটু–

নাসির ঃ ইয়েস্–ইয়েস্। আর এক সেকেন্ড নয়।

নাসির ঃ সুধী মণ্ডলী –

মুহসীন ঃ উঃ! ব্যাটাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দয়া নেই।

নাসির ঃ সুধীমণ্ডলী, পরবর্তী বক্তা হাতেম আলী।

www.pathagar.com

(হাতেম মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। মুহসীন মুখ গোম্‌ড়া করে নিজের আসনে গিয়ে বসলো।)

হাতেম ঃ সুধীমণ্ডলী, আমার নাম হাতেম আলী। বিখ্যাত দানবীর হাতেমতায়ীর নামে আমার নাম। তাই আমার বক্তব্য দান নিয়ে। 'দানের চেয়ে বড় কর্ম নাই'। দানবীর হাতেমতায়ী একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। কাম্‌সকাট্‌কার বিখ্যাত বীর কালাপাহাড়ের ভাই ছিলেন এই হাতেমতায়ী। তার ভয়ে পাহাড় কাঁপতো থর থর করে, সমুদ্র যেতো শুকিয়ে, কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হয়ে থেমে যেতো তার হাতের একটি ইশারায়। কিন্তু ভাইসব, এসব কথা জাতির কথা নয়। এসব কথা জনগণের উন্নতির কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—তিনি যখন রবার্ট ক্লাইভের সাথে কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করছিলেন, তখন দেখলেন—লক্ষ লক্ষ সৈনিকের রক্তে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। সে স্রোত গিয়ে পড়ছে লোহিত সাগরে। লাল হয়ে যাচ্ছে সাগরের পানি।

এ দৃশ্য দেখে অনুশোচনা জাগলো তার প্রাণে। তিনি বান্দাকে ডেকে বললেন—সত্য গোলাম হোসেন, কি বিচিত্র এই দেশ! মারামারি কাটাকাটির চেয়ে দান করা যে একটি মহৎ কাজ, একথা এদেশের লোক কেউ বুঝতে চায় না। তরবারি ফেলে দিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন উরুবিল্ব জঙ্গলে। বোধিতরুর নিচে বসে—

জিলানী ঃ (বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে) কচু—কচু ! শালা পাগল কাঁহাকার।

হাতেম ঃ মানে?

জিলানী ঃ কিচ্ছু হচ্ছে না।

হাতেম ঃ হচ্ছে না বললেই হলো? আমি হিস্ট্রির ছাত্র।

জিলানী ঃ তোমার ঐ হেমায়েতপুর মার্কা হিস্ট্রি কে শুনবে বাবা? লোকজন সব উঠে যাবে না? দানের কিছু উপকারিতা থাকলে, তাই বল্‌।

হাতেম ঃ হ্যাঁ, তাইতো বলবো। একশোবার বলবো। হাজারবার বলবো। (দর্শকদের প্রতি ঘুরে এবং নড়েচড়ে সোজা হয়ে) সুধীমণ্ডলী,

www.pathagar.com

দান। 'দানের চেয়ে বড় কর্ম নাই'। দান একটি মহৎ কাজ। যমুনা নদীর উপর ব্রিজ দেয়ার চাইতেও একটি বিখ্যাত কাজ। সবাই দানশীল হলে, জাতির ভয়ঙ্কর উন্নতি কারো বাবারও সাধ্য নেই যে রোধ করে। সকলেই দান খয়রাতে মনোনিবেশ করলে, অন্নের অভাব থাকবে না, বস্ত্রের অভাব থাকবে না, খেটে খাওয়ার মতো কোন ফ্যাসাদও আর থাকবে না। কাজের মধ্যে কাজ থাকবে শুধু হাত পাতা। হাত পাতলেই লোকে অর্থদান করবে, অন্নদান করবে, কন্যাদান করবে–

নাসির ঃ (টেবিল চাপড়িয়ে) স্টপ্ স্টপ্

হাতেম ঃ মানে?

নাসির ঃ টাইম শেষ।

হাতেম ঃ এ্যাঁ, শেষ? তাহলে আমাকে আর একটা মিনিট সময় দে ভাই। মানে, দান কর।

নাসির ঃ নো দানধ্যান বিজ্‌নেস্। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

সকলে ঃ রাইট-রাইট।

নাসির ঃ সুধীমণ্ডলী, এবার বলবেন জিলানী।

হাতেম ঃ দুত্তোরা দান ধ্যানে এদের মোটেই হাত নেই।

(জিলানী উঠে এস মঞ্চের মাঝ খানে দাঁড়ালো। হাতেম ম্লান মুখে এসে নিজের চেয়ারে বসলো)।

জিলানী ঃ (শ্রোতাদের সামনে এগিয়ে এসে) পেয়ারে হাজেরীন, আমার নাম জিলানী। সত্যবাদী আবদুল কাদের জিলানীর নামে আমার নাম। আমার বক্তব্য তাই সত্যবাদিতা নিয়ে। 'সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম নাই'। সত্যবাদিতা পিঠ বাঁচানোর একটা মস্তবড় ঢাল। দেশের সকল লোক সত্যবাদী হলে বিপদ কারো ধারে-কাছেও ভিড়বে না। কি ভদ্র, কি শূদ্র, কি চোর-ডাকাত, কারো কোন আতঙ্ক থাকবে না। কে কত টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, কোন্‌খানে কে কতটাকা রেখেছেন, বিনা ধোলাইয়েই তা জানা

www.pathagar.com

যাবে। এতে ভদ্রলোকের চামড়াও অক্ষত থাকবে, ছিনতাইকারীরাও বিনা ঝঞ্ঝাটে কাজ হাসিল করতে পারবে।

এছাড়া, পরীক্ষায় কোন্ প্রশ্ন পড়বে, কোন্ সেন্টারের খাতা কোন্খানে যাবে, দারোগা-পুলিশ কখন কোন্ দিকে ডিউটি দেবে, কার মেয়ে কখন একা একা বেরোবে, কার–

নাসির ঃ (ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে) ব্যস্-ব্যস্ নো মোর!

জিলানী ঃ মানে? টাইম শেষ?

নাসির ঃ একদম।

জিলানী ঃ অসম্ভব। পাঁচ মিনিট সময় এত শিগগির শেষ হতেই পারে না।

নাসির ঃ (ঘড়ি বাড়িয়ে ধরে) বিশ্বাস না হয়, এই ঘড়ি দ্যাখ্।

জিলানী ঃ তাহলে তোর ওটা ঘড়ি নয়, ঘোড়া। আস্ত ঘোড়া।

নাসির ঃ ঘোড়া?

জিলানী ঃ একশোবার। পাঁচ মিনিটের পথ এক মিনিটে ঘোড়া ছাড়া কোন ঘড়িই পার হতে পারে না। ওটা আর হাতে বাঁধেস্ না, আস্তা বলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখ।

নাসির ঃ বটে! শালা এক বেলাভর বক্ বক্ করছিস আর দোষ হলো আমার ঘড়ির?

জিলাণী ঃ এক বেলা?

নাসির ঃ কম্ছে কম্ আট দশ মিনিট বলেছিস্।

জিলানী ঃ উঃ! আস্ত একটা মিথ্যাবাদী। মোটেই সত্যবাদী নয়। (উচ্চৈঃস্বরে) রায়েবুল্লাহ– লায়েবুল্লাহ –

নাসির ঃ এই–এই সেকি ! হঠাৎ আবার লায়েবুল্লাহ কেন?

জিলানী ঃ ডাইনিংরুমে যেতে হবে না? খেতে হবে না? রাত কত হলো, খেয়াল আছে?

// নাসির বাদে সকলে উঠে দাঁড়ালো//

www.pathagar.com

সকলে ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, খেতে হবে– খেতে হবে।

নাসির ঃ তার মানে? আমার বক্তৃতা?

মুহসীন ঃ নো চান্স।

নাসির ঃ (টোবিলে কীল মেরে) হোয়াট?

হাতেম ঃ আজ আর চান্স্ নেই।

নাসির ঃ বললেই হলো? সবাই বক্তৃতা শেষ করলি, আর আমার বেলা নো চান্স্?

হাতেম ঃ আরে আছে–আছে। তবে আজ নয়, তোমারটা আগামীকাল শুনবো।

নাসির ঃ (লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) নো, আমি এখনি বলবো। (বক্তৃতার ভঙ্গিতে) মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী। আমার নাম নাসির। সততার প্রতীক সম্রাট নাসিরউদ্দীনের নামে আমার নাম। আমার বক্তব্য তাই সততা নিয়ে। 'সৎপথে ঘর্ম নাই'। সৎপথে চললে কোন অশান্তি আসবে না। নামের পাশে একবিন্দু কালীর দাগ পড়বে না। সর্বোপরি –

সকলে ঃ (এক সাথে টেবিল বাজিয়ে) শুনবো না–শুনবো না।

নাসির ঃ (ফের টেবিলে কীল মেরে) শুনতেই হবে–শুনতেই হবে। শালা, এত কষ্ট করে সততার উপর এমন একটা খাশামাল তৈয়ার করলাম –

জিলানী ঃ স্টকে রেখে দে। মালটা এখনই মার্কেটে নাছেড়ে, গোলাজাত করে রেখে দে। ডবল মুনাফা পাবি।

নাসির ঃ খবরদার! ইয়ারকি মারবিনে, বলছি।

মুহসীন ঃ (নাসিরের পিঠে হাত বুলিয়ে) আহা, চটো কেন বাপধন ? ওটা আগামীকালই ছেড়ো। তোমার সততার কথা শুনতে আমাদের সততার বিন্দুমাত্র অভাব হবে না।

নাসির ঃ ওহ্! কি আমার সততাওয়ালারে! তোদের আমি চিনি না।

www.pathagar.com

হাতেম ঃ (নাসিরকে ঠেলতে ঠেলতে) আরে চল্–চল্। আগে ইঞ্জিনে কয়লা দিয়ে নিই!

নাসির ঃ দুত্তোর এত অসৎ নাগরিক নিয়ে কি দেশের উন্নতি সম্ভব?

সকলে ডাইনিং রুমের দিকে ছুটলো। এ সময় কে একজন বোর্ডার অফিস কক্ষের পাশের রুম–থেকে এদের উদ্দেশ্যে একটি ব্য ঙ্গো কবিতা পাঠ করতে লাগলো–

"বেঁচে থাক সারকুটেরা
দরদের ভুঁইফোড়ী ঝোঁক,
দেশপ্রেম সাত লুটেরা
বেঁচে থাক আটকুড়ি জোঁক।

দেগুলে মুস্ত জলদ্
লেডী বা লাড়কারই হোক,
এঁড়েরা বনুক বলদ
যে কোন ধারকারই হোক।

দে দেখিয়ে কুমির ছানা
আগারী বা পরকারই হোক,
ঘুরে ঢের চাক্কাখানা
যে কোন চরকারই হোক॥

থেকেই যা দেশের পিছু
হয় তা ছারখারই হোক,
করেই যা একটা কিছু,
মেট্টি বা মারকারী হোক।

কবিতা পাঠ বন্ধ করে পাঠক ক্ষোভের সাথে বললো – শালারা!

www.pathagar.com

গৃহবাসের চিরন্তন সুশৃঙ্খল জগতের বাইরে বেসরকারী মেস-হোটেলের, বিশেষ করে "দি ঝামেলা মেস্"-এর মতো মেস্ হোটেলের, জগৎ যে কতটা উচ্ছৃঙ্খল, আবদুল্লাহ আমিন টিপু তা অনুভব করলো কিছুক্ষণ পরেই।

রিহেয়ারসেল থেকে ওরা চারজন (মুহসীন, হাতেম, জিলানী, নাসির) ক্ষুধার্ত অবস্থায় ডাইনিং রুমে ছুটে এসে দেখে খাবার টেবিল শূন্য। গ্লাস-প্লেট কিছুই দেয়া হয়নি টেবিলে। দেখেই রক্ত উঠে গেল তাদের মাথায়। শুরু হলো উত্তপ্ত কথাবার্তা–

মুহসীন ঃ ব্যাটাদের আক্কেল দেখেছো? রাত প্রায় বারোটা, তবু টেবিল ঠন্‌ঠন্।

হাতেম ঃ হয়তো নাকে তেল ঢেলে কোথাও হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে।

মুহসীন ঃ (চিৎকার করে) লায়েবুল্লাহ– লায়েবুল্লাহ! আরে এই ব্যাটা লায়েবুল্লাহ–

লায়েব ঃ (নেপথ্য থেকে) কি বাপো? হামাক্ ডাকোচিন ?

হাতেম ঃ জি হুজুর। দয়া করে আসুন–

// লায়েবুল্লাহ দ্রুত পদে প্রবেশ করলো। সকলে মারমুখো হয়ে উঠলো //

লায়েব ঃ মুই আচ্চি বাপো।

জিলানী ঃ বেশ করেছেন। গুষ্টি উদ্ধার করেছেন।

হাতেম ঃ তা লায়েব সাহেব, এই অধম গোলামগুলো যে এখনো অভুক্ত, তা কি মেহেরবানী করে খেয়াল রেখেছেন?

লায়েব ঃ (বুঝতে না পেরে) কি কওচিন?

নাসির ঃ কওচি, রাত এখন বারোটা। তবু যে টেবিল এখন রেস্‌কোর্সের ময়দান?

মুহসীন ঃ গ্লাস- প্লেটগুলো কি পাখা মেলে উড়ে গেল?

জিলানী ঃ এখনও টেবিলে খাবার দাওনি কেন?

www.pathagar.com

হাতেম ঃ আমরা কি সবাই হাংগার-স্ট্রাইক করেছি?

নাসির ঃ রোজা রেখেছি এই রাতে?

লায়েব ঃ না বাপো, কিন্তুক–

মুহসীন ঃ ফের কিন্তুক? আজও কি তাহলে পাক এখনো চুলোয়?

হাতেম ঃ তার চেয়ে নিজেই তুমি যেতে পারোনি চুলোর মধ্যে?

জিলানী ঃ সারা দিন বসে বসে করলে কি?

নাসির ঃ ঘুমের শিকড় তুললে?

লায়েব ঃ মানে?

নাসির ঃ মানে, এয়সা ঘুম ঘুমিয়ে নিলে, যাতে করে আর জীবনেও ঘুমের দরকার না হয়। মানে, ঘুমের গাছ শিকড় সমেত উঠে যায়।

লায়েব ঃ ল্যাওদিনি! তোমরা বেঁমাক্ মিল্যা মোক্ ঠাট্টা করব্যার লাগোচিন?

মুহসীন ঃ না, সোহাগ করবার লাগোচি।

হাতেম ঃ এখনো যে গাট্টা পড়েনি সেই তো ভাগ্গি।

জিলানী ঃ তবু হা করে চেয়ে রইলে যে? দয়া করে যাও। একটু কৃপা করো।

নায়েব ঃ যাঃ- সংকট! মুর কথাডা শুনবিন তো?

মুহসীন ঃ তোমার কথা !

হাতেম ঃ তোমার আবার কথা কি হে?

জিলানী ঃ বেশি কথা বলেই তো মাথায় উঠেছো।

নাসির ঃ আর কোন কথা নয়, এবার খাবার দাও।

লায়েব ঃ কেংকা কতা হলো বাপো! মুই খাবার দিমু কুন্ঠেহিনি? মিল যে টপ্।

হাতেম ঃ মানে?

লায়েব ঃ মানে মিল টপ্ হয়্যা গেছে। খানা বন্ধ।

মুহসীন ঃ মিল স্টপ?

www.pathagar.com

হাতেম ঃ খানা বন্ধ?

জিলানী ঃ ইয়ার্কি?

নাসির ঃ ফাজ্‌লেমী?

লায়েব ঃ না বাপো, মুই ঠিকই কওচি। ঐ দ্যাখেন না লোটিশ!

সকলে ঃ লোটিশ!

// টেবিলের এক কোনে লবণদানী দিয়ে চাপা দেয়া এক টুকরা কাগজ সকলে নজরে পড়লো। জিলানী থাবা মেরে ওটা তুলে নিয়ে পড়া শুরু করলো। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো//

জিলানী ঃ (পাঠ) এতদ্বারা দি ঝামেলা মেসের বোর্ডারদের জানানো যাইতেছে যে, অদ্য রজনী হইতে মেসের মিল স্টপ্ হইয়া গেল। এখানে আপাতত আর চুলা জ্বলিবে না। নতুন মাসের টাকা জমা দিয়া নতুনভাবে মিল স্টার্ট না করা পর্যন্ত নিজ নিজ খাবারের ব্যবস্থা সকলকে নিজের খরচে বাহির হইতে করিতে হইবে। ইতি। ম্যানেজার । ২৮/০১/৮০

// মুখ চাওয়াচায়ী করে সকলে উত্তেজিত হয়ে উঠলো //

মুহসীন ঃ হোয়াট?

হাতেম ঃ চালাকি?

জিলানী ঃ ফেরেব বাজী?

নাসির ঃ ইত্‌রামী?

মুহসীন ঃ কোথায় ম্যানেজার ?

জিলানী ঃ চল্, শালাকে একহাত দেখিয়ে দিই–

সকলে ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, চল্ –চল্ – (প্রস্থানোদ্যোগ)

লায়েব ঃ আহ্‌হা! তোমরা খামাকা হুট্‌পিট্ করোচিন্ ক্যান্?

মুহসীন ঃ খামাখা! এই, এই ব্যাটা, মিল বন্ধ হলো কেন?

লায়েব ঃ প'সা নাই যে। আজ বাজারোত যাওয়াই হয়নি।

হাতেম ঃ পয়সা নেই। (সবার প্রতি) সে কিরে ?

www.pathagar.com

জিলানী ঃ কড়কড়ে এক গাদা টাকা গুনে গুনে দিয়েছি। পয়সা নাই বললেই হলো?

নাসির ঃ আজ মাসের মোটেই আটাশ তারিখ। এরই মধ্যে পয়সা নেই ?

মুহসীন ঃ মামার বাড়ির আবদার! যা খুশি তাই?

হাতেম ঃ না-না, আর ছেড়ে কথা নয়। ডাক, ডাক ম্যানেজারকে –

সকলে ঃ (উচ্চৈঃস্বরে) কামাল সাহেব – কামাল সাহেব, আরে ও কামাল সাহেব –

লায়েব ঃ ক'দিনি, কি সব খামাখা ফ্যাসাদ! তোমরা কাকে ডাকো-চিন্ বাপো? কামাল সাহেব তো ইটিনাই। ঘরোত্ তালা মার‍্যা দ্যাশোত্ চলে গেছে।

জিলানী ঃ তার মানে?

নাসির ঃ পগারপার!

মুহসীন ঃ চোর–চোর, শালা পাক্কা চোর !

হাতেম ঃ আমি আগেই বলেছিলাম না, পুরো মাসের টাকা একসাথে দেয়া উচিত নয়? কিন্তু সে কথা তো কেউ শুনলো না। সব পোঁটলা করে ওর হাতে তুলে দিলে। এখন নে, ঠ্যালা বোঝ্!

জিলানী ঃ একি দু'চারটে টাকা? পুরো সাড়ে তিন দিনের মিলচার্জ

নাসির ঃ শালা জনমের কামাই কামিয়ে নিলোরে !

হাতেম ঃ 'কামাল, তুনে কামান কিয়া ভাই !

মুহসীন ঃ (লায়েবকে) এই, হিসেব-নিকাশ কিছু দেয়নি?

লায়েব ঃ (টেবিলের এক পাশে রাখা একটা খাতার দিকে ইংগিত করে)– সবই ঐ খাতার ভেতরে লেখে থুচে বাপো!

মুহসীন ঃ দ্যাখ্ দেখি, শালা কিভাবে হিসেব মিল দিয়ে গেছে?

// সবাই ছুটে গিয়ে খাতা ঘিরে দাঁড়ালো। মুহসীন খাতা খুলে কিছুক্ষণ খাতা হাত্ড়ালো! পরে হতাশ হয়ে বললো//

www.pathagar.com

মুহসীন ঃ –উঃ। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। এই সব ছাইভস্ম হাত্ড়ানোর মতো মুড্ কি আর আছে?

নাসির ঃ হাত্ড়িয়েও কোন লাভ নেই। খাতায় কি আর কোন গলদ রেখে গেছেরে? একভাবে না একভাবে হিসেব ঠিকই মিলিয়ে রেখেছে।

হাতেম ঃ (খাতা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে) আরে রাখ্ তোর খাতা। ইঞ্জিন যে ক্রমেই তেতে উঠছে, এখন এর ব্যবস্থা কি?

জিলানী ঃ (লায়েবুল্লাহকে) এ খবর আর সবাই জানে?

লায়েব ঃ বেঁমাক্গুলা জানে। তোমরা কয়ঝনা। ইয়ারসোলোত্ আচ্লিন, তাই টের পাননি। বেঁমাক্গুলা বাজারোত্ থিনি খায়্যা আস্যা শুত্যা পড়িচে।

নাসির ঃ ও মাই গড্!

জিলানী ঃ না–না, বরাবর এইভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। এর একটা হ্যাস্তো ন্যাস্তো হওয়া চাই।

মুহসীন ঃ ঠিক- ঠিক্ এর একটা বিহিত না করলেই নয়। (লায়েবকে) এই, যাও। এই মেসের সবাইকে এখনই এখানে ডেকে আনো।

লায়েব ঃ (ইতস্তত করে) তারা কি এখন আস্পিনি বাপো ?

মুহসীন ঃ আহ্! তুমি যাও না !

লায়েব ঃ আচ্ছা বাপো, যাওচি।

হাতেম ঃ যাওচি নয়, একটু হাত-পা নেড়ে যাও –

লায়েব ঃ তাই যাওচি বাপো – (দ্রুত প্রস্থান)

জিলানী ঃ চল্ এই ফাঁকে শালা কামাল মিয়ার ঘরের তালা ভেঙ্গে যা কিছু আছে রাস্তায় ফেলে দিই। ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।

নাসির ঃ রাইট–রাইট। শালা তুই যেমন বুনোওল, আমরাও তেমন বাঘা তেঁতুল। চল্ –

সকলে ঃ ঠিক–ঠিক। চল্ –

www.pathagar.com

// সকলে প্রস্থানোদ্যত হলো। টিপু মিয়া প্রবেশ করলো //

টিপু ঃ আহ্ ! এরাতো টিকতে দিলো না দেখছি! (সবাইকে) এই যে, কি হলো? আপনারা এত হৈ হুল্লোড় করছেন কেন?

// সকলে ঘুরে দাঁড়ালো//

নাসির ঃ কে? আরে এই যে টিপু ভাই! আপনি এসেছেন ? দেখুন–দেখুন, কারবারটা দেখুন। (খাবার টেবিলের প্রতি ইংগিত করে) একদম মাহে রমজান।

টিপু ঃ কি ব্যাপার ?

জিলানী ঃ সেই পুরানো ট্রাডিশান – পয়সা নেই, মিল স্টপ।

নাসির ঃ মাস কাবার না হতেই হুট্ করে নোটিশ – খানা বন্ধ!

মুহসন ঃ এখন এই দুপুর রাতে আবার যাও ঐ চাঁদু মিয়ার দোকানে, তোলো তাকে ঘুম থেকে, ধরো তার হাতে পায়ে, করো বাকী– আনো মুড়ি–শুকনো দুটো মেরে নেভাও পেটের আগুন। উঃ! একি সহ্য হয়?

টিপু ঃ তাইতো ! হঠাৎ আটাশ তারিখে মিল বন্ধ!

জিলানী ঃ তো আর বলছি কি? ঐ সে কথায় বলে– যে যায় লংকায় সেই হয় রাক্ষস। আমাদেরও সেই দশা। যে হয় ম্যানেজার, সে-ই হয় মারুয়া।

হাতেম ঃ আগে তবু দু'এক বেলার জন্যে বন্ধ হতো। কষ্টে মষ্টে দুই এক মিল বাইরে থেকে খেলেই চলে যেতো। এবার একেবারে আটশ তারিখেই। মানে, পুরো সাড়ে তিন দিন আগে।

মুহসীন ঃ বাটপার– বাটপার! নাম্বার ওয়ান পাটপার !

নাসির ঃ তাইতো সেদিন ওর গায়ে দেখলাম নতুন কম্প্লিট্। যার জনম গেল ছেঁড়া ন্যাকড়া টেনে, তার পরনে হঠাৎ কম্প্লিট্ স্যুট্! ইশ্। ব্যাপারটা যদি আগে জানতাম!

জিলানী ঃ একবার আসুক ফির। ঐ কমপ্লিট্ শুদ্দো ব্যাটাকে যদি পচা পুকুরে না নামাতে পারি, তাহলে আমার নাম বদলে দিস্।

www.pathagar.com

হাতেম ঃ দুত্তোর! চল্ –চল্, আগে শালার ঘরের তালাই ভেংগে ফেলি –

সকলে ঃ চল্ – চল্ – (প্রস্থানোদ্যোগ)

টিপু ঃ এই যে, 'শুনুন– শুনুন। আমার একট কথা শুনুন।

// সকলে ঘুরে দাঁড়ালো।//

হাতেম ঃ আর শুনে কি হবে ভাই! আপনি তো নতুন এসেছেন! এই শালা ঝামেলা মেসের ঝামেলা সইতে সইতে জান আমাদের ঝালাপালা হয়ে গেছে।

টিপু ঃ ঐ তালা ভাংলেইকি সব ঝামেলা চুকে যাবে?

মুহসীন ঃ কখ্খনো না।

হাতেম ঃ এই ঝামেলা মেসের ঝামেলা কোন দিনই চুক্বে না।

টিপু ঃ তাহলে? এরপর পেটে দেবেন কি?

মুহসীন ঃ হাওয়া– হাওয়া। স্রেফ হাওয়া ছাড়া আজ আর কোন সম্ভাবনা নেই।

হাতেম ঃ মরে যাবো, আজ নির্ঘাত মরে যাবো।

টিপু ঃ ওর হিসেব–নিকেশটা কি দেখেছেন?

জিলানী ঃ তিল পরিমাণ ত্রুটি পাবেন না। ও আমরা বরাবরই দেখেছি।

টিপু ঃ তাহলে তো উল্টো আপনারাই ফেঁসে যাবেন। তালা ভাঙ্গা আইনের চোখে একটা মস্ত বড় অপরাধ!

সকলে ঃ এ্যাঁ! (হতাশভাবে মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলো।)

টিপু ঃ তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা উপায় স্থির করুন।

নাসির ঃ নিরুপায়, একদম নিরুপায়। একটা ক্াটা পয়সা হাতে নেই।

হাতেম ঃ শ্বশুরকে ধাপপা দিয়ে এই এক মাসেই দু'দুবার টাকা আদায় করেছি। মাস কাবার না হলে আর চান্স্ নেই।

জিলানী ঃ পকেট খরচই চালাচ্ছি ধারদেনা করে। এর উপর আবার পেট খরচ? মরেছিরে!

www.pathagar.com

টিপু ঃ আহ্‌হা! হতাশ হলে তো চলবে না। একটা পথ বের করতে হবে।

মুহসীন ঃ 'ভাই, এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। যা হয় আপনিই একটা উপায় করে দিন।

সকলে ঃ রাইট রাইট! (হাত জোড় করে) প্লিজ্ ভাই, প্লিজ্।

টিপু ঃ (হকচকিয়ে গিয়ে– আমি! সে কি? আমি নতুন বোর্ডার। আমি হঠাৎ –

নাসির ঃ আপনাকেই আমাদের দরকার আই। আমরা নতুন লোকই চাই। পুরানো যে ব্যাটাকে ম্যানেজার বানিয়েছি, সে-ই আমাদের মুখ দিয়ে মাদার–মাদার ডাক ছুটিয়েছে।

হাতেম ঃ তা ছাড়া শুনেছি, এ শহরে আপনার বিরাট ইন্‌ফ্লুয়েন্স্। পারলে একমাত্র আপনিই পারবেন এই ঝামেলা মেসের ভূত তাড়াতে।

জিলানী ঃ আপনার প্রশংসায় আশেপাশের সকলেই পঞ্চমুখ!

নাসিন ঃ আপনি অনেককে বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেও থাকেন।

মুহসীন ঃ অনেককে অনেক টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করেছেন।

হাতেম ঃ কারো চারটে পয়সা মেরে খাওয়ারও কোন রোকর্ড আপানার নেই।

জিলানী ঃ আপনাকে ছাড়া আমরা আর কারো হাতে পয়সা দিতে রাজী নই।

টিপু ঃ সে কি! আমাকে কি ম্যানেজার হতে বলছেন?

মুহসীন ঃ শুধু ম্যানেজার হওয়াই নয় ভাই, এই কয়দিনের একটা ব্যবস্থা করার জন্যেও আপনাকে আমরা অনুরোধ করছি। এখানে আপনার বিরাট হোল্‌ড্ আছে। আপনি চাইলে বাকী বকেয়া দিতেও কেউ অস্বীকার করবে না।

নাসির ঃ আপনি ছাড়া এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আমাদের আর কোন রাস্তা নেই।

www.pathagar.com

জিলানী ঃ মাসের প্রথম সপ্তাহেই হাল বকেয়া সব শোধ করে দেবো।

টিপু ঃ কিন্তু–

হাতেম ঃ দোহাই ভাই, আমাদের এই ঝামেলা থেকে উদ্ধার করুন। বোর্ডারদের ভিড় এড়ানোর জন্যেই নাকি এর নাম রাখা হয়েছিল "দি ঝামেলা মেস্"। নতুন লোক এসে যাতে করে নাম দেখেই কেটে পড়ে। জানেন তো, এই শহরে মেস্ বোর্ডিং এ কত ভিড়! কিন্তু সেই নামটাই যে এমন করুণভাবে –

মুহসীন ঃ (বিরক্ত হয়ে) আরে রাখ্ ওসব কাহিনী। (নরম সুরে টিপুকে) বলুন ভাই, আমরা আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছি।

টিপু ঃ কিন্তু আমি হঠাৎ –

সকলে ঃ প্লিজ্ ভাই, প্লিজ্ কথা দিন –

টিপু ঃ কিন্তু–

সকেল ঃ (হাত জোড় করে) দোহাই ভাই, আর কিন্তু নয়।

টিপু ঃ (আম্‌তা আমতা করে) তা– মানে, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনাদের যখন এতবড় বিপদ –

মুহসীন ঃ (উচ্চৈঃস্বরে) টিপু ভাই– (তিন বার)

সকলে ঃ (উচ্চৈঃস্বরে) জিন্দাবাদ (তিন বার)

টিপু ঃ এই যে, থামুন – থামুন। ব্যস্ত হবেন না। আরো কথা আছে–

মুহসীন ঃ বলুন – বলুন –

টিপু ঃ সব কিছু আমার একার উপর ছেড়ে দিয়ে রাখলে কিন্তু ভুল বুঝাবুঝির ফাঁক থাকবে। কিছু কিছু দায়িত্ব আপনাদেরও নিতে হবে।

জিলানী ঃ বলুন, আমাদের কি করতে হবে?

টিপু ঃ যেমন ডেলি শপিং

নাসির ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, ওটা আমরা বরাবরই করে থাকি, এবারও করবো।

www.pathagar.com

টিপু ঃ এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস–যেমন চাল, ডাল খড়ি– এসব মাসের প্রথমদিকে একবারে কিনে ফেলা ভাল। এসব কেনাকাটায় আপনাদের সকলেরই কিছু– কিছু –

হাতেম ঃ দায়িত্ব নেয়া দরকার? ঠিক আছে ভাই, যখন যা করতে বলবেন, তাই করবো।

জিলানী ঃ (নাসিরকে) কি চমৎকার, তাইনারে? একেবারে পুরো গণতন্ত্র।

নাসির ঃ এ না হলে সততা বজায় থাকে, না বোর্ডারদের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে?

হাতেম ঃ রিয়্যালি, মার্ভেলাস্!

মুহসীন ঃ থ্রি চিয়ার্স্ ফর টিপু ভাই, হিপ্ -হিপ্ – (তিনবার)

সকলে ঃ হুর্‌রে – (তিন বার)

// সবাই মিলে টিপুকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে নাচতে লাগলো আলো নিভে গেল//

পড়ার ঘরে জানালা দরজা খুলে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে একা একাই বসেছিল লায়লা বানু। জানালা দিয়ে আবদুল্লাহ আমিন টিপুকে আসতে দেখে সে চুল ও কাপড় চোপড় কিঞ্চিৎ এলোমেলো করে ফেললো এবং অত্যন্ত দুঃখিত থাকার ভান করে বিমর্ষচিত্তে বসে রইলো নতমস্তকে। আবদুল্লাহ আমিন টিপু পা টিপেটিপে ঘরে ঢুকে সহাস্যবদনে ও নিচু গলায় গান ধরলো–

"আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনিয়াছি
আমার মনোমাঠে,
ফলবে ফসল, বেচবো সেসব
কিয়ামতের হাটে –
আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনিয়াছি –"

www.pathagar.com

টিপু মিয়া লায়লা বানুর একদম কাছে আসা সত্ত্বেও লায়লা বানু কথা বললো না বা মাথা তুললো না দেখে টিপু মিয়া প্রশ্ন করলো – কি ব্যাপার লায়লা, কি হয়েছে তোমার?

লায়লা বানু তবু নীরব। টিপু মিয়া ফের প্রশ্ন করলো– আরে, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? মাথার চুল, পোশাক-আশাক এমন এলোমেলো কি কারণে?

এবার মুখ খুললো লায়লা বানু। ক্ষোভের সাথে সংক্ষেপে বললো– আনন্দে।

ঃ আনন্দে সেকি! হঠাৎ আনন্দ হলো কি কারণে?

ঃ "আমার প্রাণনাথ আন্‌জনের বাড়ীত্ যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়ে ঘাঁটা"! আনন্দ হবে না ? এমনটি হলে কার না আনন্দ হয়?

ঃ তাজ্জব! এতে আনন্দ হয়?

ঃ হয় গো সাহেব, হয়। কথায় বলে না, 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'? শোক অধিক হলে দুঃখের বদলে মানুষের আনন্দই হয়। আমার তাই হয়েছে।

ঃ লায়লা বানু!

ঃ আপনার অনুভূতি আর আমার অনুভূতি এক নয়। দুঃখে আমার চোখ মুখ মলিন হয়। কিন্তু আপনার বেলা, দুঃখে আপনার কণ্ঠ থেকে গান বেরোয়, তা ইসলামিকই হোক আর আধুনিকই হোক। আনন্দে চোখ মুখ ঝলমল করে।

ঃ আনন্দ! আমার আনন্দ মানে?

ঃ আনন্দ বৈইকি? খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। খবর পাওয়ার পরও আপনার মনে আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে, দুঃখ আপনাকে একটুও স্পর্শ করেনি। খবরটা আপনার কাছে মস্তবড় সুখবর।

ঃ সুখবর !

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, সুখবরই তো। সুখবর না হলে কি আমার কাছে এসে আপনি খোশ–কণ্ঠে এমন খুশীর গান গাইতে পারেন? দুঃখের গান বেরোনোর কথা ছিল আপনার কণ্ঠ থেকে।

ঃ দুঃখের গান?

ঃ একশো বার দুঃখের গান। আমার কাছে এসে আপনার বরং দুঃখে গাওয়া উচিত ছিল– ঐ যে গ্রাম্য পালাগানে গায়–

"আমার আশা ছাড়ো। জ্যোৎস্না গো,

ও জ্যোৎস্না ছাড়ো আমার আশা গো" – এই গান।

ঃ আশ্চর্য! তুমি এসব কি বলছো লায়লা?

ঃ উপমা দিতেই এই গানটার কথা বলতে হলো। আমাকে তো কম ভাল বাসতেন না আপনি! প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন। সেই আমাকে ত্যাগ করতে এমন গানই আপনার গলা দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল।

বিস্ময়ের সীমা অবধি রইলো না আবদুল্লাহ আমিন টিপুর। সে যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললো – সে কি! তুমি কি পাগল হলে? তোমাকে ত্যাগ করতে মানে? তোমাকে ত্যাগ করার প্রশ্ন এলো কোত্থেকে ?

লায়লা বানু বললো–আমাকে বাদ দিয়ে আর একজনকে শাদি করছেন আপনি, তবু আমাকে ত্যাগ করার প্রশ্ন এলো না ?

ঃ কি গজব – কি গজব ! আর একজনকে শাদি করছি কি রকম? কাকে শাদি করছি?

ঃ আপনার গ্রামাঞ্চলে এলাকার ঐ সেরা সুন্দরী মেয়েকে! যোগাড়-যন্তর, আন্‌যাম – আয়োজন সব সম্পন্ন।

ঃ মার কাটারী! এমন উদ্ভট খবর তুমি পেলে কোথায়?

ঃ যেখানে থেকে আপনি পেয়েছেন, সেখান থেকে।

ঃ আমি পেয়েছি!

ঃ পেয়েছেনই তো। আমি পেয়েছি আর আপনি পান নি?

ঃ তুমি পেয়েছো? তুমি পেলে কার কাছে?

www.pathagar.com

ঃ আপনার এক অভিভাবকের কাছে। গতকাল তিনি এখানে এসেছিলেন তো! আগামীকাল আবার আসবেন, তা বলে গেলেন।

ঃ কি আশ্চর্য! আমার এক অভিভাবক এখানে এসেছিলন!

ঃ জি।

ঃ কেন এসেছিলেন?

ঃ আপনার সই-স্বাক্ষর, ছবি—এসব নিতে। শাদির তারিখটাও ঠিক করতে। শাদির কার্ড ছাপাতে এসব লাগবে তো।

ঃ উনারা আমার শাদির কার্ড ছাপাবেন?

ঃ অতি সত্বর ছাপাবেন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা পড়েছেন যে, শাদিটা অতি সত্বর সম্পন্ন করতে গিয়ে, তাঁদের নিদ্ ঘুম সব হারাম হয়ে গেছে।

ঃ তাঁরা মরুক। তাতে আমার কি?

ঃ বাহ! আপনার শাদি আর আপনি বলছেন, আমার কি?

ঃ আমার বয়ে গেছে ঐ মেয়েকে শাদি করতে।

ঃ বয়ে গেছে নয়, ঐ মেয়েকে শাদি করতে আপনি বাধ্য।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ঐ মেয়ের সাথে আপনার শাদি দেয়া নিয়ে আপনাদের এলাকায় উনারা এমনই মাতামাতি করেছেন যে, এখন আপনি "না" করলে ঐ এলাকায় আপনি মুখ দেখাতে পারবেন না। আপনার সুনাম, সুখ্যাতি, আপনার প্রতি ঐ এলাকার মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সব মিস্‌মার হয়ে যাবে।

ঃ তা গেলে আর কি করা যাবে। আমার বিনাদোষে তা যদি যায়, যাক্।

ঃ আপনার আত্মীয়স্বজন, অভিভাবকগণ, সকলেই আপনার সাথে সম্পর্ক ছেদ করবেন।

ঃ তা করে করুক। হাউসেই তারা যদি তা করে, তাতে আমার কি?

ঃ আপনারই তো সব। আপনার কি মানে? আপনিই তো ঘটনার মূল চরিত্র। আপনি দায় এড়াবেন কি করে?

www.pathagar.com

ঃ অর্থাৎ

ঃ ঐ মেয়ের সাথে আপনার শাদি দেয়া নিয়ে আপনার অভিভাবকেরা এত অধিক দিন ধরে এত বেশি আলাপ-আলোচনা, মাখামাখি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন যে, আপনি এখন শাদি করতে অস্বীকার করলে, ঐ মেয়েকে শাদি করতে অন্য কেউই আর রাজী হবে না সহজে।

ঃ না হোক, তাতে আমার কি এসে যায়?

ঃ আপনারই এসে যায় সব চেয়ে বেশি। কারণ আপনার অভিভাবকেরা আর আত্মীয়স্বজনেরা আপনার রূপগুণের কথা ঐ মেয়ের কাছে এতবার আর এত বেশি করে তুলে ধরেছেন যে, মেয়েটা এখন আপনাকে শাদি করার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। তর সইছে না তার। মনে প্রাণে আপনাকে সে স্বামী বলে গ্রহণ করেই ফেলেছে।

ঃ তো?

ঃ তো বুঝতে পারছেন না? এই মুহূর্তে হঠাৎ তাকে শাদি করতে অস্বীকৃতি জানালে মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মারা যাবে।

ঃ হার্টফেল করে মারা যাবে?

ঃ হার্টফেল না করলেও সে আত্মঘাতী হবে। আপনার যে অভিভাবক এখানে এসেছিলেন, তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটা সুইসাইড্ করবে। আত্মহত্যা করবে সে নির্ঘাত।

ঃ লায়লা বানু।

ঃ আর মেয়েটার এই আত্মহত্যার দায় এসে পড়বে আপনাদের সকলের ঘাড়ে। অতিমাত্রায় উস্কানি আর উৎসাহ দেয়ার দায়ে আপনার অভিভাবক আর আত্মীয়স্বজনদের জেল হবে, জরিমানা হবে, কারো কারো ফাঁসিও হতে পারে।

ঃ সর্বনাশ! একি আজগুবি ফ্যাসাদ!

ঃ আজগুবি ফ্যাসাদ?

ঃ তাই বৈকি? আমাকে না বলে, না জানিয়ে খামাখা তারা এসব কাণ্ড ঘটালে, যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করবে তারা। আমার তাতে কি?

www.pathagar.com

ঃ আপনি বাদ যেতে পারবেন না। আপনি শাদিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্যেই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে– এই প্রশ্নই উঠে আসবে সর্বাগ্রে। এতে করে এই খুনের এক নম্বর আসামি হবেন আপনি। ফলে ফাঁসি না হলেও, আপনার দীর্ঘদিন কারাদণ্ড হবেই। জেলা খাটবেন আপনি। আপনার পড়াশুনা, কেরিয়ার –সব রসাতলে যাবে।

ঃ লায়লা বানু !

ঃ আপনার ঐ অভিভাবকের কথাবার্তায় যা বুঝলাম, তাতে মেয়েটা আত্মঘাতী হবেই আর সে ক্ষেত্রে তারা আপনাকে এক নম্বর আসামি বানাবেই।

ঃ ওরে বাপ্‌রে। আমি তাহলে কি করবো এখন?

ঃ করার আর কিছু নেই। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ঐ মেয়েকেই শাদি করতে হবে আপনাকে। আপনার পালাবার আর পথ নেই।

ঃ তোমাকে ফেলে শাদি করবো ঐ মেয়েকে?

ঃ নইলে ফাটক খাটবেন।

ঃ তাহলে তোমার কি হবে ?

ঃ আমার নসীবে যা আছে তাই হবে।

ঃ তোমার নসীবে?

ঃ হ্যাঁ, নসীবে। আপনার শোকে কেঁদে কেঁদে মরেই যাবো আমি।

ঃ মরেই যাবে?

ঃ তাই তো যাওয়ার কথা। আমারও আত্মঘাতী হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার আব্বা আম্মারা তা হতে দিচ্ছেন বলেই আমার নসীব আমাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঃ অর্থাৎ

ঃ আমাদের এই মহল্লাতেই একজন সদ্যপাস উকিল আছে। আমার আব্বা তার সাথেই আমার শাদির ব্যবস্থা করেছেন।

ঃ সে কি! তার সাথে?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, তার সাথেই। বর হিসেবে সে একজন অত্যন্ত সাদামাটা বর। বিলো এভারেজ। রূপগুণ বলতে তার কিছুই নেই। কিন্তু সে বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে। ঐ বরের বাপ অনেকদিন থেকে আমাকে তাদের বাড়ীর বউ করে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করছে। আপনার সাথে আমাকে শাদি দেবেন বলে আমার আব্বা তাদের প্রস্তাবে এতদিন রাজী হননি। কিন্তু গতকাল আপনার ঐ অভিভাবকের কথা শুনে অগত্যা তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন।

ঃ সম্মতি দিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ। খবর পেয়েছি, ঐ বরের বাপ আজই আসতে পারে তার ছেলের সাথে আমার শাদিটা পাকাপাকি করতে। আর পাঁচটা দিনও সে অপেক্ষা করবে না।

ঃ উহ্:! কি নির্মম পরিস্থিতি। আমাকে ছেড়ে তুমি ঐ উকিলের ঘর কেমন করে করবে? সহ্য করবে কি করে? আমিই বা তা সহ্য করবো কেমন করে?

ঃ উপায় নেই! হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকেও আত্মহত্যা করতে হবে। তবু উপায় নেই!

ঃ লায়লা " ওহঃ, একি হলো-একি হলো!

ঃ যা হয়েছে তাতে আবার ঐ গানের কথাই এসে যাচ্ছে। ঐ দুঃখের গান –"দু'জনের দুটি পথ ওগো, দুটি দিকে গেছে বেঁকে"– এই গান। আমাদের দুইজনের পথও শেষমেশ বেঁকে গেল দুই দিকে! নসীব আমাদের উপর এমনই নির্দয় হলো!

ঃ ওহ্! মরে যাবো-মরে যাবো– একদম মরে যাবো!

এই সময় বাড়ীর কাজের মেয়ে আয়শা খাতুন এসে লায়লা বানুকে বললো– আপা, ঐ সেই উকিলের বাপ এসেছে– আপনার শাদির কথা নিয়ে। আপনার আব্বা আপনাকে ডাকছেন।

লায়লা বানু বললো- এ্যাঁ! এসেছে? তাহলে যেতেই হয়! তা আয়শা, তুমি এই সাহেবের কাছে থাকো। উনার কখন কি দরকার, তা ঠিক মতো

www.pathagar.com

সরবরাহ করো। এই শেষের দিকে এসে আমাদের মেহমানদারীতে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

লায়লা বানু চলে গেল। "ওহ্"! বলে খেদোক্তি করে দুই হাতে মাথা চেপে ধরলো আবদুল্লাহ আমিন টিপু। টেবিলের উপর মাথা রেখে ধুঁকতে লাগলো সে।

আয়শা খাতুন তার পাশে চুপ্‌চাপ্ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এরপর বললো – কোন কিছু কি লাগবে আপনার?

মাথা তুলে টিপু মিয়া বললো–এঁ্যা! কি বললে?

আয়শা খাতুন বললো – গা যে আপনার গেমে ঘেছে হুজুর। টেবিল ফ্যানটা এনে লাগিয়ে দেবো কি?

ঃ না, দরকার নেই। তুমি একটা কথার জবাব দাও তো? আমার দেশ থেকে কি কেউ এসেছিল এ বাড়ীতে?

ঃ জি হুজুর। আপনার এক আত্মীয় না কে যেন এসেছিলেন। বড় হুজুরের সাথে কথা বলতে দেখলাম তাঁকে।

ঃ দেখলে? কি কথা বললেন তিনি?

ঃ আমার তো বৈঠকখানায় যাওয়ার হুকুম নাই হুজুর। না ডাকলে যেতে পারিনে আমি। তবে বাইরে থেকে যা বুঝলাম, তাতে আপনার শাদির ব্যাপার নিয়েই কি সব কথাবার্তা বললেন তিনি। আপনার নাম আর কোন এক মেয়ের নাম বলছিলেন তিনি বারবার।

টিপু মিয়া আহত কণ্ঠে বললো–ওহ্! ঘটনা তাহলে সত্যি? আয়শা খাতুন বললো – কোন ঘটনা হুজুর?

ঃ ও কথা থাক। আবার যে লোক এখনই এলেন, কে তিনি? ওকে তুমি চেনো?

ঃ জি হুজুর! তিনি এক নতুন উকিলের বাপ। আপামণির সাথে তাঁর ঐ উকিল ছেলের শাদি দেয়ার তাঁর বড়ই ইচ্ছে। বোধ হয় ঐ ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছেন।

www.pathagar.com

ঃ ওহ্! এ খবরও সত্যি তাহলে ? না-না, আমি আর দেশেই থাকবো না। যেদিকে দুই চোখ যায়, সেইদিকে চলে যাবো–উঠে দাঁড়ালো টিপু মিয়া। আয়শা খাতুন শশব্যস্তে বললো–দোহাই হুজুর, যাবেন না। আপামণি ফিরে আসার আগে এখান থেকে যাবেন না। তাহলে আমার চাকরী চলে যাবে হুজুর। আমার ভাত উঠে যাবে এ বাড়ী থেকে।

ছুটে গিয়ে আয়শা তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এই সময় পড়ার ঘরে ফিরে এলো লায়লা বানু। আয়শা খাতুনকে আকুলি-বিকুলি করতে দেখে লায়লা বানু বললো- কি হয়েছেরে আয়শা? কি ব্যাপার?

আয়শা বললো–এই হুজুর দেশান্তরী হয়ে চলে যাচ্ছেন আপা। আপনি কি সত্যি সত্যিই ঐ উকিলের বাপকে কথা দিয়ে এলেন?

ঃ কথা?

ঃ ঐ উকিলের সাথে আপনার শাদির কথাবার্তা কি সত্যি সত্যিই পাকা হয়ে গেল।

ঃ হ্যাঁ, ফাইন্যাল হয়ে গেল। একদম চূড়ান্ত হয়ে গেল। আর সে বা তারা জীবনেও আমাদের এখানে আসবে না।

মিটিমিটি হাসতে লাগলো লায়লা বানু। আয়শা খাতুন বললো –সে কি! তার মানে ?

লায়লা বানু বললো– আমার আব্বা তাকে সরাসরি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন ফাল্‌তু প্রস্তাব নিয়ে ঐ উকিল বা উকিলের বাপ আর যেন কখনও এ মুখো না হয়, সে ব্যবস্থা ফাইন্যাল করে দিয়েছেন। বার বার "না" বলা সত্ত্বেও নির্লজ্জের মতো আবার এসেছিল শাদির প্রস্তাব নিয়ে। বেহুদা কাঁহাকার।

অতিশয় বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল আবদুল্লাহ আমিন টিপু। সে থতমত করে বললো–সে কি এ আবার তুমি কি বলছে লায়লা? ওখানেই নাকি তোমার শাদির কথা পাকা হয়ে গেছে?

ঃ পাগল! সোনা ফেলে আঁচলে গেরো!

ঃ সেকি! তবু যে তুমি বললে–

www.pathagar.com

এবার ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেললো লায়লা বানু। হাসতে হাসতে বললো–"মরিবো মরিবো সখী, নিশ্চয়ই মরিবো গো, আমার এই আল্লাহর দাস পাগলটারে –কারে দিয়ে যাবো?"

টিপু মিয়া সবিস্ময়ে বললো–তার মানে?

লায়লা বানু বললে–ওকে বিয়ে করবো তো, আমার এই আল্লাহর দাস পাগলটারে কারে দিয়ে যাবো, বলো? আমার এই প্রাণের প্রাণ পাগলটারে?

ঃ তার অর্থ ? তুমি তাহলে ঠাট্টা করলে এতক্ষণ?

ঃ ঠাট্টা নয়–ঠাট্টা নয়, পরখ করলাম। ঐ যে কবি বলেছেন "কর্মকার আর মেথর চামার ধর্মঘটের কর্মগুরু; পুলিশরা সব করছে পরখ কার কতটা চমু পুরু"? তেমনি আমার এই প্রাণপ্রিয় পাগলটারে পরখ করে দেখলাম "তার কতটা জানটা পুরু"। তেমনি অল্পতেই মনটা তার অন্য দিকে যায় কিনা।

ঃ তাজ্জব! কি বলতে চাও তুমি? উদ্দেশ্য কি তোমার?

ঃ আমার প্রতি এই আল্লাহর দাস টিপু মিয়ার ভালবাসাটা কতখানি পুষ্ট তা একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে না? নইলে যে পরকালে আমাকে পোস্তাবো। তাই একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। একটু যাচাই করে নিলাম।

ঃ তাহলে আমার কোন আত্মীয় নাকি শাদির কার্ড ছাপানোর কথা বলতে এসেছিল, সে ঘটনা?

ঃ মিথ্যা।

ঃ সেটাও মিথ্যা?

ঃ জি। শাদির কার্ড ছাপানোর কথা বলতে নয়। শাদি যে আপনার সেখানে হচ্ছে না, সেটা জানিয়ে দিতে এসেছিলেন।

ঃ কি রকম – কি রকম।

ঃ আপনাদের এলাকার ঐ সেরা সুন্দরী মেয়েটা ঐ এলাকার এক সেরা সুন্দর ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়ে তাকে শাদি করেছে। ছাই দিয়েছে আপনার অভিভাবকদের মুখে।

www.pathagar.com

ঃ সেকি –সেকি!

ঃ আপনার অভিভাবকদের ঐ ফাল্‌তু জিদ যে হাওয়া হয়ে গেছে, সেই কথা তিনি জানিয়ে দিতে এসেছিলেন। অর্থাৎ আমাকে শাদি করার পথে তাঁরা যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বাধা তিনি তুলে নিয়ে গেলেন।

টিপু মিয়া হাঁফ ছেড়ে বললো–বাব্বা! শুধু শুধু আমাকে এতটা ভয় পাইয়ে দিলে তুমি?

লায়লা বানু ফের হেসে বললো– আপনার এলাকতেই আপনার শাদির কথা উঠেছে শুনার পর থেকেই আপনাকে আমার একটু বাজিয়ে দেখার শখ হয়েছিল। আমার প্রতি টানটা আপনার নড়বড়ে হয়ে গেল কিনা সেটা বাজিয়ে দেখা

ঃ আজ সেই শখটা – মিটিয়ে নিলে ?

ঃ জি – জি।

ঃ এই ভাবেই মিটিয়ে নিলে? আমাকে একদম অসুস্থ করে দিয়ে? দুত্তোর আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবো না। আমার প্রতি এতটাই অবিশ্বাস যখন –

ঘুরে দাঁড়ালো টিপু মিয়া। চমকে উঠলো লায়লা বানু। সে ছুটে গিয়ে টিপু মিয়ার পথ আগলে দাঁড়ালো আর দুই হাত জোড় করে বললো – দোহাই আপনার। আমার মস্করাটা অনেকখানি বেশি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি। আর এমনটি হবে না। আমাকে মাফ করে দিন। ঠাট্টা মস্করা করতে করতে আমি পাগলের মতো আবোল তাবোল অনেক কথা বলে ফেলেছি। আমার উচিত হয়নি, আমি স্বীকার করছি, এমনটি আদৌ উচিত হয়নি আমার। আমার গালে দুটো চড় মারুন, তবু মাফ করে দিন!

ঃ তাজ্জব! তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?

ঃ ঐ যে ঐ সুন্দরীটার হাত থেকে আপনি মুক্তি পেয়েছেন শুনে, আনন্দে আমি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মাথায় মস্করার ভূত চেপেছিল। আমার এই পাগলামিটা দয়া করে মাফ করে দিন। প্লিজ্ –

www.pathagar.com

লায়লা বানু করুণ নয়নে চেয়ে রইলো টিপু মিয়ার মুখের দিকে। তার দুই চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগলো। তা দেখে আবদুল্লাহ আমিন টিপুর রাগ পানি হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বললো – বাব্বা, এতটাও পারো তুমি?

টিপুর মুখে হাসি দেখে পাথর নেমে গেল লায়লা বানুর বুক থেকে।

প্রাণঢালা আদর আপ্যায়নের মাধ্যমে টিপু মিয়াকে খুশি করলো লায়লা বানু। অতঃপর আর এক দফা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সে বিদায় করলো টিপু মিয়াকে।

এদিকে 'দি ঝামেলা মেসে'র পর্দা উঠলে দেখা গেল টেবিল ঘিরে বসে তাস খেলছে মুহসীন, হাতেম, জিলানী ও নাসির। ইতিমধ্যে নেপথ্যে জনৈক ব্যক্তি গান গাইতে লাগলো বিগলিত কণ্ঠে। সেই গানের দিকে কান দিয়ে তাস হাতে চুপ্‌চাপ্ বসে রইলো এরা সবাই।

জনৈক ঃ (নেপথ্যে গান)

শুনোগো, শুনোগো, শুনোগা –

শুনোগো প্রিয়তম –

শুনোগো –শুনোগো – শুনোগো –॥

প্রেমের প্রথম স্বপনে তোমারে দেখেছিনু হায়,

মনের গোপন কথাটি, তোমারে বলেছিনু হায়,

ফাগুন ছিল না বনে –

আগুন ছিল যে মনে –॥

// শেষের লাইনগুলো সে গুণ গুণ করে গাইতে লাগলো। গান থেমে গেলে জিলানী বাদে সকলে নড়েচড়ে বসলো। জিলানী তাস হাতে চুপ্‌চাপ্ বসে রইলো মন্ত্র মুগ্ধের মতো।//

মুহসীন ঃ (জিলানীকে লক্ষ্য করে) নাও ঠ্যালা! তোর আবার কি হলো? আরে এই, এই জিলানী –

www.pathagar.com

জিলানী ঃ (সংবিতে এসে) এ্যাঁ ?

মুহসীন ঃ খোয়াব দেখছিস নাকি? একেরাবে যে ধ্যান মগ্ন?

জিলানী ঃ (নেপথে ইংগিত করে) ঐ যে, ঐ পাশের ঘরে –

মুহসীন ঃ পাশের ঘরে কি?

জিলানী ঃ ঐ যে–"ফাগুন ছিল না বনে, আগুন ছিল যে মনে "– মাইরী খাশা!

মুহসীন ঃ বটে?

জিলানী ঃ শালা হঠাৎ থেমে গেল কেন? (নেপথ্যে চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে) মুহব্বত মিয়া, ও মুহব্বত মিয়া, থামলে কেন বাবা? গলা ছেড়ে আর একবার গাওনা, শুনি।

হাতেম ঃ (রুষ্টকণ্ঠে) শুনি মানে?

জিলানী ঃ মানে, মুহব্বত মিয়ার ঐ মুহব্বতের গান আর একটু শুনি। ওঃ! কি দারুণ, মুহব্বতের গান। (উচ্চকণ্ঠে) গাওনা ভাই, আর একটু গাও –

হাতেম ঃ (সগর্জনে) খবরদার! এটা কি বৃন্দাবন যে, প্রেমের গানের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে মেস্‌টা? ওমর নষ্টামী ফস্টামী এখানে চলবে না।

হাতেম ঃ হাজারবার। হাজার বার নষ্টামী। চরিত্র নেই আমাদের? শুধু গান কেন, অন্যদিকেও কারো চরিত্রের এতটুকু এদিক ওদিক আর বরদাস্ত করা হবে না। ফুলের মতো পবিত্র যার চরিত্র, একমাত্র তাদেরই স্থান হবে এই মেসে। বাদ-বাকী সব গেট আউট।

মুহসীন ঃ আরে বাবা হয়েছে। শুধুই বকবক করবি, না খেলবি? না খেলিস্ বল্, উঠে যাই।

হাতেম ঃ এ্যাঁ! কি বললি? উঠে যাব মানে? সবে জমে উঠেছে খেলা আর এখন উঠে যেতে চাইলেই হলো?

মুহসীন ঃ কেন চাইবো না চাঁদ? খেলা এখন তোমার। তাস না ফেলে লেকচার মারবি বেলাভর আর তাই আমরা শুনবো।

www.pathagar.com

জিলানী ঃ কখ্খনো না। এতবড় চরিত্রবানের সাথে অন্তত আমি আর খেলতে রাজী নই। একখানা গান শুনলেই যার চরিত্র বিধ্বস্ত হয়ে যায়, সে একাই খেলুক। (জিলানী উঠে দাঁড়ালো)

হাতেম ঃ না খেলিস্ তো বয়েই গেল। খেলার জন্যে কে তোমাকে সাধছে?

নাসির ঃ সেকি! তাহলে তিনজনে খোলা হবে কি করে?

হাতেম ঃ তিনজনে নয়, তোরা দুইজনেই খ্যাল্। খেলার মতো মুড্ আমারও আর নেই।

মুহসীন ঃ তার মানে? এখনই যে বল্লি সবে জমে উঠেছে খেলা?

হাতেম ঃ কিছু বলতে হয়, তাই বলেছি। আসলেই আর খেলার মধ্যে নেই আমি। (উঠে দাঁড়ালো।)

নাসির ঃ আরে সেকি সেকি! খেল্বিনাতো করবি কি এই অবেলায়?

মুহসীন ঃ ঠিকই তো। এই অবেলায় যাবি আর কোন চুলোয়? হাতে কারো চারটে পয়সা নেই যে, সিনেমায় বা অন্য কোথাও যাবি। পরশুর আগে যে পয়সা কারো হাতে আসবে, এমন আশা দুরাশা। কাজেই বস্। এত ফাল্তু ব্যাপার নিয়ে মুড্ হারালে চলে?

হাতেম ঃ ফালতু ব্যাপার?

মুহসীন ঃ নয়তো কি বস্ দেখি। বাইরে পা দিলেই চাই পয়সা। তার চেয়ে তাস পিটেই সময়টা কাটিয়ে দিই।

জিলানী ঃ (ম্লান কণ্ঠে) তা অবশ্য ঠিক। ধারদেনা এখনো কোথাও পাইনি। হাতে পয়সা থাকলে কি আর ঘরের কোণে বসে থাকি এই অবেলায়? সিনেমায় না যাই, রেস্টুরেন্টে বসে ধুম্ছে সিনেমার গান শুনতাম আর চা-বিস্কুট খেতাম। নাস্তার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, পেটে কীল মেরে কি বসে থাকি এই ভাবে?

হাতেম ঃ তাতে কি ? বসে বসে খোয়া দ্যাখ্ আর মনে মনে ঢোক গিল্, ব্যাস্ চা-নাস্তা কমপ্লীট।

জিলানী ঃ বটে! আরে এই চরিত্রবতী, কিছু দান ধ্যান করে চরিত্রটা পোক্ত কর্ দেখি ?

www.pathagar.com

হাতেম ঃ অর্থাৎ?

জিলানী ঃ সেদিন তোর ঘরে মুড়ির টিন দেখলাম। নেই কিছু টিনের তলায়? মাইরী বল্ছি বড্ড ক্ষুধা পেয়েছেরে!

হাতেম ঃ ওরে আমার শ্বশুরবাড়ীর পোলারে! থাকলেই তোকে দেবো নাকি?

নাসির ঃ সে কিরে! আছে নাকি? দু'চার মুঠো হবে?

হাতেম ঃ আরে দূর! থাকবেই যদি, তাহলে কি বসে বসে হাওয়া খাই? মুখে না বললেও, ক্ষুধার ভাব কি আমারও হয়নি? একমুঠো ধুলাও নেই যে তাই খেয়ে পানি খাবো।

মুহসীন ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে) দুশ্ শালারা! খেলার সময় খাঁই খাঁই রব তুলে, দিলি খেলার মুড্‌টাই নষ্ট করে?

হাতেম ঃ পেট খালি থাকলে, খেলার মুড্ আর কতক্ষণ থাকে বাছা? খেয়েছি সেই দশটায়, এখন বিকেল পাঁচটা।

মুহসীন ঃ তবু চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যে যে, টিপু মিয়াকে বাগানো গেল, কোন না কোন ভাবে। নইলে দশ-পাঁচটা কোন্ কথা, অনাহারে শুকিয়ে সব ক'টাকে ইতিমধ্যেই আম্‌শি বনে যেতে হতো।

জিলানী ঃ তা বটে–তা বটে। বেঁচে থাকো বাছা। তুমি দীর্ঘজীবী হও!

// লায়েবুল্লাহর প্রবেশ//

লায়েব ঃ এই যে, তোমরা ইটি কি করোচিন্? নাস্তা পানি কর্‌বিন্‌ন্যা?

মুহসীনঃ কি বললে?

লায়েব ঃ কওচি, নাস্তাপানি না কর‍্যা তোমরা ইটি কি করোচি্ন বাপো?

হাতেম ঃ (একধাপ এগিয়ে এসে) আপনি কি হামাকেরে সাথে মোজাক্ করোচিন্ বাপো?

লায়েব ঃ ল্যাওদিনি! মোজাক্ কর্‌মু ক্যান্?

নাসির ঃ (ব্যঙ্গো করে) তা না হলে, নাস্তা হামরা কুনটে পাবো বাপো?

নায়েব ঃ ক্যান্ ঐ জফের আলীর দোকানোত্ ?

মুহসীন ঃ (সাবিস্ময়ে) জফের আলীর দোকানোত!

www.pathagar.com

লায়েব ঃ হ্যাঁ বাপো। জফের আলীর চায়ের দোকানোত্। দুইখানা বিস্কুট, একটা সিংগারা আর এক কাপ চা। যাওয়ার সাথে সাথে পায়্যা যাবিন্। হামার চোখের সামনে ভাজোচে বাপো। ইয়াব্বড়ো সিংগারা। বিস্কুটও খুব বড় বড়।

মুহসীন ঃ (রেগে গিয়ে) বটে! জফের আলী কি আমাদের সবার শ্বশুর যে, গেলাম আর চা-বিস্কুট বাড়িয়ে দিলো?

লায়েব ঃ তাই দিবি বাপো। যায়্যাই দ্যাকেন্ না।

মুহসীন ঃ (থাপ্পড় বাগিয়ে নিয়ে) তবেরে! মারবো এক থাপ্পোড়! ব্যাটা বুড়ো ভাম্। আমাদের সাথে ইয়ারকি মারতে এসেছো?

জিলানী ঃ আসবেই তো। হাতী পাঁকে পড়লে চামইচকেও লাথি মারে। আমাদের দুরবস্থার সুযোগ ও ব্যাটা নেবে না কেন?

লাসির ঃ আরে এই ব্যাটা, ঐ চা-বিস্কুট খেলে কি পয়সা দেয়া লাগবে না? মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই। পয়সাটা কে দেবে শুনি? তুমি দেবে?

লায়েব ঃ হামি! হামি দিমু ক্যান্?

মুহসীন ঃ তাহলে ইয়ারকি মারতে এসেছো কোন্ সাহসে? আমরা কি তোমার ইয়ারকির পাত্র ?

লায়েব ঃ যাঃ—সংকট! হামার কতাডা শুন্বিন্তো?

নাসির ঃ তোমার কথা!

লায়েব ঃ হ্যাঁ বাপো। ঐ জফের আলীর দোকানোত্ চা-বিস্কুট খা'লে কারোই প'সা দেওয়া লাগ্বিন্যা। সি ব্যবস্থা নতুন ম্যানেঝার সয়েব কর্য়া আকিচেন্।

সকলে ঃ (সবিস্ময়ে মানে) মানে?

লায়েব ঃ মানে, যেভাবে ভাতের ব্যবস্থা করিচেন, সেইভাবে নাস্তার ব্যবস্থাও কর্য়া আকিচেন্। তোমাকেরে কারো হাতোত্ প'সা নাই, সি কতা তো ম্যানেঝার সায়েব জানে বাপো।

সকলে ঃ সে কি!

www.pathagar.com

হাতেম ঃ এই মেসের আর সবাই এ কথা জানে?

লায়েব ঃ জানে মানে? সবাই যায়্যা সেই কখন নাস্তা খায়্যা আচ্চে। তোমরাই ক'ঝনা কেবল বসে আচিন্।

জিলানী ঃ তাজ্জব। তাহলে সে কথা আমাদের জানাওনি কেন?

নায়েব ঃ ক্যাংকা কতা বাপো! আবদুল সি কতা তোমাকেরেক্ বুলেনি? ওরাই তো বুলার কতা আচ্লো। উঁই তাইলে ভুল্যা গেছে বোধ হয়।

মুহসীন ঃ ভুল্যা গেছে? তুমি জানাওনি কেন?

লায়েব ঃ সুময় পাইনি বাপো।

জিলানী ঃ কি বললে? সময় পাওনি? ক্ষধার জ্বালায় প্রাণ আমাদের আসি যাই করছে, আর এমন একটা খবর দেয়ার সময় পাওনি তুমি ? এতবড় লাট সাহেব হয়েছো?

হাতেম ঃ মার, মার শালাকে –

সকলে ঃ মার –মার––

সকলে তেড়ে এলো। লায়েবুল্লাহ দৌড় দিয়ে পালাতে পালাতে বলতে লাগলো – ওরে আবদুলরে, মোক্ বাঁচা বাপো, মোক্ বাঁচা –

পরের দিন দেখা গেল, নাসির চেয় রে বসে টেবিলের উপর একশিট কাগজে হিসাব মিলাতে মগ্ন। টেবিলের উপর এক প্যাকেট গোল্ড্ফ্লেক সিগারেট। প্যাকেটের নিচে কিছু দশ, পাঁচ ও এক টাকার নোট। পাশে কিছু খুচরা পয়সা।

নাসির ঃ (মুখে বলে বলে লিখছে) গোস্ত তিন সের ২৫ টাকা দরে মোট পঁচাত্তর টাকা। (লেখা বন্ধ করে) কিনেছি দুই সের। তাহলে এক সেরের দাম বেরুলো পঁচিশ টাকা। (২৫ টাকা পকেটে তুলে ফের লিখতে লিখতে) সরিষার তেল সোয়াসের ২৮ টাকা

www.pathagar.com

দরে মোট ৩৫ টাকা। (লেখা বন্ধ করে) কিনেছি এক সের। তাহলে এক পোয়ার দাম বেরুলো ৭ টাকা। (৭ টাকা গুনে পকেটে তুললো এবং আবার লিখতে লিখতে) ডাল তিন সের ৮ টাকা দরে মোট ২৪ টাকা। (লেখা বন্ধ করে) (৮ টাকা পকেটে তুললো এবং আবার লিখতে লিখতে) শুক্‌নো মরিচ –

// গানের সুর ভাঁজ্‌তে ভাঁজতে হাতেম এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। নাসির চমকে উঠে টাকা পয়সা ও সিগারেটের প্যাকেট তাড়াতাড়ি বুক পকেটে তুললো আর হিসাবের কাগজ খানা টেবিলে অবস্থিত রেজিস্টার খাতার নিচে ঢুকিয়ে দিল।//

নাসির ঃ এই সেরেছে!

// হাতেমের প্রবেশ //

হাতেম (সুর করে) "বড় টানাটানি পড়েছে?

উপার্জনের নামটি নেই মা,

দেনায় মাথা বিকিয়েছে –

বড় টানাটানি পড়েছে –"

(এরপর নাসিরকে উদ্দেশ্য করে বললো) ব্রাদার, একটা বিড়ি দেতো।

নাসির ঃ (থতোমথো করে) বিড়ি?

হাতেম ঃ তো কি আর সিগারেট দিবি? জীবনে সিগারেট দেখেছিস্ কোন দিন?

নাসির ঃ মানে?

হাতেম ঃ একদম হেল্‌পলেস্! চৌকিরতলে সিগারেটের পোড়াটুকুরো যা দু'চারটে ছিল, সব শেষ করেছি। এখন বিড়ি তামাক যাতেই হোক, একটা দম দিতে না পারলে মেজাজটাকে আর ধরে রাখতে পারছিনে।

www.pathagar.com

নাসির ঃ ধরে রাখতে না পারিস, বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দে। এখান থেকে সর দেখি, ডিস্টার্ব করিস্‌নে।

হাতেম ঃ ডিস্টার্ব! কি এমন মহৎ কাজ করছিস্ বাপ? কি লিখছিস্ কাগজে?

নাসির ঃ (চমকে উঠে) কাগজে!

হাতেম ঃ হ্যাঁ। ঐ যে খাতার নিচে রাখলি!

নাসির ঃ ও, ওটা? ওটা আমার বক্তৃতা। সততার উপর বক্তৃতা। যে বক্তৃতা দেবো, সেটা একটু কেটে ছেঁটে ঠিক করে নিচ্ছি।

হাতেম ঃ সততার উপর বক্তৃতা? দেখি, কি লিখলি?

নাসির ঃ (খাতা চেপে ধরে) আহ্‌হা, দেখবি কি? যা একখানা হচ্ছে না, ঐ দিনই টের পাবি। শালা আসর একদম মাত্ করে দেবো।

হাতেম ঃ বটে!

নাসির ঃ আসল ব্যাপারটা কি জানিস্ ? দুনিয়ার সব লোক সৎ হলে কোন প্রবলেমই থাকবে না। দান-ধ্যান, দয়া-মায়া, তোরা যে যা-ই বলিসনে কেন, আসল বস্তু হচ্ছে সততা। সততা ছাড়া ইহকাল পরকাল– কোন কালেই মানব জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়। দেশ, দশ, জাতি, তথা গোটা বিশ্বের কল্যান যদি চাস–

হাতেম ঃ আমি চাই একটা বিড়ি। কল্যাণটা শুধু তোর একারই হোক।

নাসির ঃ মানে?

হাতেম ঃ একটা বিড়ি দে। তোর লেক্‌চার শুনতে আসিনি।

নাসির ঃ বিড়ি? তা – মানে –

হাতেম ঃ ইয়ার্কি? নেই পকেটে? (ফস্ করে নাসিরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে) সর্বনাস! একদম গোল্ডফেলাক!

নাসির ঃ এই, দে- দে । দে বলছি –

www.pathagar.com

হাতেম ঃ দিচ্ছি– দিচ্ছি। (প্যাকেট খুলে) এ্যাঁ! পুরো প্যাকেট? মাইগড্! সে কিরে! তোর পকেটে গোল্ডফেলাক, তাও আবার পুরো প্যাকেট?

নাসির ঃ কেন, আমার প্যাকেটে কি সিগারেট থাকতে পারে না ?

হাতেম ঃ কস্মিনকালেও নয়। শালা জীবনটাই কাটালি বিড়ি টেনে। তাও আবার এক সাথে এক কাঠি নয়, নিভিয়ে নিভিয়ে আধ্খানা করে। সেই তোর পকেটে হঠাৎ গোল্ডফেলাক্। পুরো প্যাকেট গোল্ড্ফেলাক! না বাবা, খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না!

নাসির ঃ টানবি তো এক কাঠি ধরা। এত ভড়ং করছিস্ ক্যান?

হাতেম ঃ ধরাবো কিরে? আমার মাথাটাই তো ধরে গেল। কার চিচিম্ ফাঁক করলি বাপ্?

নাসির ঃ চিচিম্ ?

হাতেম ঃ নির্ঘাত ! এই কালও তোর কাছে পাঁচটা পয়সা ছিলা না। আজ হঠাৎ এই সিগারেট, পকেটেও আবার অতগুলো টাকা !

নাসির ঃ (পকেট চেপে ধরে) এ্যাঁ, টাকা?

হাতেম ঃ কড় কড়ে কতকগুলো নোট! ব্যাপার কি? আলাদীনের চেরাগ টেরাগ পেলি নাকি?

নাসির ঃ হা : – হাঃ – হাঃ। খেল্ দোস্ত্, খেল্।

হাতেম ঃ খেল!

নাসির ঃ সেরেফ ভানুমতির খেল। লাগ ভেল্কি লাগ্, চোখে মুখে লাগ্ –

// আবদুল প্রবেশ করলো //

আবদুল ঃ সাব, ডাল যে হুদাই তিন গাম্লা আইতাছে, পাঁচ গাম্লা অইতাছে না।

নাসির ঃ এ্যাঁ মানে– হতেই হবে। ওর বাপ হবে। চৌদ্দগুষ্টি হবে।

আবদুল ঃ ক্যাম্নে অইবো সাব? আসলে ডাল যে কিনাছেন হুদাই –

www.pathagar.com

নাসির ঃ চোপ্! পানি ঢেলে দে। পানি গরম করে ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে দ্যাখ—পাঁচ গামলা হয় কি না।

আবদুল ঃ হ সাব। হেইডা করলে তো পাঁচ গামলা ক্যান্, দশ গামলাও করোন যাই বো।

নাসির ঃ তো যাও। তাই করোগে।

আবদুল ঃ জি আচ্ছা বাস। (প্রস্থান)

হাতেম ঃ (সবিস্ময়ে) ব্যাপার কিরে? তুই তাহলে –

নাসির ঃ (হেসে) শপিং অফিসার। আজ শপিং ডিউটি আমার ছিল।

হাতেম ঃ (উল্লাসে) মার কাটারী! তা সে কথা বলবি তো? এমন পাঁয়তারা করছিস্ ক্যান্?

নাসির ঃ নে? বিড়ি খুঁজ্ছিলি, এবার সিগারেট দিয়ে মেজাজটা ঠিক করে নে।

হাতেম ঃ সে আর বলতে। (কয়েক কাঠি বের করে পকেটে তুললো এবং এক কাঠি ধরালো)

নাসির ঃ এই –এই, কারিস্ কি – করিস কি ?

হাতেম ঃ বেশি নয়, মাত্তর কয়েক কাঠি। ভাত খাওয়ার পর আবার খাবো কি? হাওয়া? তা কতো হলোরে ?

নাসির ঃ বেশি নয়, সামান্য।

হাতেম ঃ শতখানেক তো বটেই। না, কি বলিস?

নাসির ঃ আরে না-না। পঞ্চাশ ষাটের বেশি হবে না।

হাতেম ঃ তাই বা কম কি বাছা ? মাসটাতো মৌজেই কাটবে। তা চাকর বাকর কিছু টের পায়নি?

নাসির ঃ পাবে না কেন? ওরা তো সাথেই ছিল।

হাতেম ঃ তাহলে ওদের ম্যানেজ করলি কিভাবে? কিঞ্চিৎ হাড়-কাঁটা ছুড়ে দিয়ে?

www.pathagar.com

নাসির ঃ মাথা খারাপ। ওদের লাই দিলে আর রক্ষে আছে? সব সময় খাঁই খাঁই করতেই থাকবে। এয়সা ধাতানী দিয়েছি যে, ব্যাটাদের টুঁ-শব্দটি করারও আর সাহস নেই।

হাতেম ঃ সাব্বাস্! তা এত বুদ্ধি কোন দিক্ দিয়ে ঐ হেড্ অফিসে তুললি বাবা? মাতৃজঠরে থাকতেই? মানে আন্ডার কন্‌স্ট্রাকশনেই?

নাসির ঃ মানে?

হাতেম ঃ কিছু না। এবার দাও দেখি গোটা দশেক –

নাসির ঃ (আঁতকে উঠে) এ্যাঁ! টাকা?

হাতেম ঃ হ্যাঁ ঠ্যাকাটা চালাই। আগামী পরশু আমারও শপিং ডিউটি, তা জানিস্‌তো? সেরেফ গিভ্ এ্যান্ড টেক্ পলিসি।

নাসির ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু–

হাতেম ঃ নো কিন্তু ফিন্তু বিজনেস্। মূলধন থাকতে ইন্‌ভেস্ট কর, মুনাফা পাবি।

নাসির ঃ মুনাফা?

হাতেম ঃ সার্টেন্‌লি। নামটাও আমার হাতেম, হাতটাও দরাজ– (নাসিরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দশ টাকার একখানা নোট তুলে নিলো।)

নাসির ঃ এই- এই, খবরদার?।

হাতেম ঃ পরশু যদি উপার্জন ঠিক মতো হয়, তাহলে শুধু এই দশ টাকা কেন, বিশ টাকাও পেতে পারিস্।

নাসির ঃ বটে ?

হাতেম ঃ আমি নিলাম হাওলাত। তোকে যখন দেবো, তখন ওসব হাওলাত-ফাওলাত নয়, একদম দান, বুঝলি?

নাসির ঃ দান?

হাতেম ঃ (সুর করে)

"দে মা আমায় তবিলদারী।
আমি নিমক হারাম নই শংকরী,

www.pathagar.com

দে মা আমায় তবিলদারী। (চলে গেল)

নাসির ঃ ওহ্! কি আমার দানের ডিপোরে! নেয়া ছাড়া জীবনভর যার দেয়ার অভ্যাস নেই, তার মুখে দানের কথা! উঃ! টাকাটা আমার পানিতেই গেল।

// লায়েবুল্লাহর প্রবেশ।//

লায়েব ঃ পানিতে তো ডালের ফ্যাসাদটা গেল বাপো। এখন গুস্তো লিয়্যা কি কর্‌মু কত্‌দিনি? পানি ঢাললে যে ঐ এক টুক্‌রা এক টুকরাই থাকোচে, দুই টুক্‌রা হওচে না। এত কম তরকারি –

নাসির ঃ পেঁপে ঢালো, পেঁপে। পেঁপের পরিমাণ বাড়িয়ে দিরে তরকারির পরিমাণ ফেঁপে উঠবে, বুঝছো বাপধন?

লায়েব ঃ না বাপো, হামার বুঝ্ আসোচেনা।

নাসির ঃ আসোচেনা মানে?

লায়েব ঃ ভাল তরকারি বেঁমাক্‌গুলার এই উদ্‌মার্কা চেহারা দেখলে, ম্যানেঝার হামাকেরেক্ আস্তো থুবেহিনি?

নাসির ঃ গর্ত্তব কাঁহাকার ! ম্যানেজার তার ঘরে বসে খায়। তার বাটিতে গোস্ত দেবে বেশি আর পেঁপে দেবে কম। ডাল দেবে উপরের পানি ঢেলে রেখে, গামলার তলা থেকে। ব্যস্! ম্যানেজার টেরই পাবে না।

লায়েব ঃ (স্বাগত) সারোচেরে! ইরকম ফলোস্ মার‍্যা হামি ক'দিন চালাবার পারমু? ধরা পড়লে হামার সৃষ্টি থুবে ? যে ম্যানেঝারের ম্যানেঝার ! না ঃ , ইটি চাক্‌রি হামার শ্যাষ্!

নাসির ঃ কি, তাও বুঝতে পারোনি?

লায়েব ঃ পারোচি বাপো।

নাসির ঃ তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

লায়েব ঃ দাঁড়ায়্যা নাই, মুই ভাব্‌ব্যার লাগোচি।

নাসির ঃ ভাবব্যার লাগোচি! কি ভাবছো?

www.pathagar.com

লায়েব ঃ ভাবোচি– আল্লাহতায়ালা তোমাকেরেক্ কি দিয়্যা বানাচে বাপো? কাদামাটি দিয়্যা, না খালি ফলোস্ আর বেলাফ্ দিয়্যা?

নাসির ঃ (লায়েবুল্লাহর মাথার উপর চেয়ার তুলে) তবেরে –

লায়েব ঃ মরোচি বাপো ——— (সে দৌড়ে পালিয়ে গেল)

এবার দেখা গেল আবদুল মিট্‌সেপের সামনে বসে কাপ, পিরিচ, প্লেট, এসব মুছে মুছে মিটসেফের মধ্যে সাজিয়ে রাখছে। তার পেছনে এসে দাঁড়ালো মেহেরুন্নেছা। সে অবাঙ্গালী। বয়স ২৭/২৮

মেহেরুন্নেছা ঃ কৌন্ হ্যায় জি? উধার কৌন্ হ্যায়?

আবদুল ঃ (পেছনে না চেয়ে) কেডা, ওহানে আবার হায়-হায় করে কেডা?

মেহেরুন ঃ (থারা ইধার আইয়ে না, জি ?

আবদুল ঃ কিয়ের লাই? হাতে অনেক কাম। অহন যাওন যাইবো না।

আব্দুল ঃ আরে-ধ্যাৎ! কি কইবা এহানে আইয়া কইতে পারো না? কইতাছি তো – আমার নড়োনের হুমায় নাই!

মেহেরুন ঃ(আবদুলের কাছে এসে) তুম্ কৌন্ হ্যায় জি?

// আবদুল এতক্ষণে তার দিকে চেয়ে চোখ কপালে তুলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো এবং বিপুল বিস্ময়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো //

আবদুল ঃ (স্বগত) খাইছেরে! এতো হালায় মাইয়া মানুষ। হেই চাউলওয়ালী। লাইন তাহলে ঠিকই লাইগা গেছে। (প্রকাশ্যে) এই যে হায়-হায় বিবি, কারে ঢুরতাছেন? হাতেম মিয়ারে হায়?

মেহেরুন ঃ নেহি–নেহি। ম্যয় মুহসীন মিয়াকো সাংতি হুঁ। উক্ত হামকো বোলায়্যা হ্যায়।

আবদুল ঃ মুহসন মিয়া! (স্বগত) ব্যালা সাম্‌লা! হালায় হগ্‌গলডার মাথাই খাইছে। (প্রকাশ্যে) তা এহানে আইছে। ক্যান্ হায়?

www.pathagar.com

মেহেরুন ঃ উসকো কামরা কি ধার জি?

আবদুল ঃ হেইডা যে ধারেই হোক, এই দিনের বেলায় আইছো কোন আক্কেলে জি?

মেহেরুন ঃ থোড়া ব্যাওসা- ওউসাকা রাত্ হ্যায়।

আবদুল ঃ আরে হেইডা তো বুইঝাই লইছি। কিন্তু এই দিন দুপুর কি হেই ব্যাওসাওউসার হুমায়? হরমের মাথাডা এক্কেবারে খাইয়া ফালাইছো হায়?

মেহেরুন ঃ জি?

আবদুল ঃ উঃ! এই মেস্টার আর যে বদনামই থাক, এই বদনাম কোন হালায় দিবার পারে নাই। অহন দেখছি, জাতকুল আর থাকবো না। দিন-দুপুরে যা অইবার লাগছে!

মেহেরুন ঃ কেয়া? তুম্ কেয়া কাহাতে হো?

আবদুল ঃ ঘোড়ার ডিম কাহাতে হো। হালায় ঐ খুব ছুরাতেই খাইছে! দুনিয়ায় এত হাজার হাজার কাম পইড়া আছে, হেগুলোর একটা করোন যায় না ?

মেহেরুন ঃ তাজ্জব! মেরি দেমাগ মে নেহি আতি, আপ্ কিয়া সমঝ্ লিয়া। আওর খোড়া সিধা করকে বাতাও।

আবদুল ঃ সিধা! হালায় কাম করবো বাঁকা আর কথা লইবো সিধা! আরে বিবিজান, এত ছোটকাম ক্যান্ করতা হায়?

মেহেরুনঃ (আশ্বস্ত কণ্ঠে) ও, এহি বাত? দেখিয়ে না, ম্যয় গরীব আউরত। ছোট-ক্যাপিট্যাল। বড়া বিজ্নেস্ কাঁহাছে করুঙ্গি, বাতাইয়ে?

আবদুল ঃ থাক। আর হেডা বাতানোর কাম নাই। বিনা পুঁজির এমন মজার ব্যবসা ছাইড়া মন কি আর অন্য দিকে যায়?

মেহেরুন ঃ জি?

আবদুল ঃ তুমি এহানে খাড়াইয়া যাহো। আমি তোমার লাগররে ডাইকা আন্তাছি হায়। যত্তসব খোট্টাইয়া কারবার! (প্রস্থান)

মেহেরুন ঃ হায় আল্লাহ! ইয়ে ক্যায়সা আদমী! উস্কে দিমাগ ঠিক হ্যায় তো? নেহি, ম্যয় হিঁয়াপর আউর নেহি আয়েগী।

www.pathagar.com

//প্রস্থানোদ্যত হলো। তার সামনে গীত কণ্ঠে নেশাগ্রস্ত হাতেম প্রবেশ করলো//

হাতেম ঃ (জড়িত কণ্ঠে সুর করে) "আয়েগা– আয়েগা– আয়েগা– আয়েগা দীলওয়ালে, আয়েগা– আয়েগা – আয়েগা–"

(মেহেরুন্নেছার উপর নজর পড়তেই আনন্দে) কেয়া বাত্। একদম হাজির। বাওবা-বাওবা! আযাও মেরে পেয়ারী, মেরে কামরামে আ-যাও – (টলতে টলতে এগিয়ে এলো)

মেহেরুন ঃ হায় আল্লাহ! কিয়া-গজব! এই বাবুলোগ্, কি ধার যাতে হো? তুম্ কিয়া কাহাতে হো?

হাতেম ঃ ও বুঝতে পারোনি? খোদ বঙ্গভাষায় বলতে হবে? ঠিক হ্যায়। (জড়িত কণ্ঠে সুর করে) "এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে–"

মেহেরুন ঃ কিয়া বাত! বিলকুল আওয়ারা আদমী! ইয়ে কুয়ী পাগলাগারদ নেহি হ্যায় তো।

//হাতেম মেহেরুন্নেছার দিকে এগুতে লাগলো। মেহেরুন্নেছা শংকিত কণ্ঠে বললো// খবরদার! ভাগো, ভাগো হিঁয়াছে।

হাতেম ঃ কেন বাওবা। এদদিন পিছে পিছে ঘুরেছি, একটুও পাত্তা দাওনি। দয়া করে আজ যখন নিজেই এসেছে, তখন আর অভিমান করছো কেন? এসো এসো। তোমাকে আমি একদম কুইন, আইমীন; রাণী বানিয়ে দেবো।

//হাতেম অগ্রসর হতে লাগলো, মেহেরুন্নেছা পিছু হটতে লাগলো//

মেহেরুন ঃ এই, হুঁশিয়ার– খবরদার! গজব হো যায়েগী।

হাতেম ঃ আরে বাওবা, দিন রাত দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আর এখানে এসে হঠাৎ সতীপনা কেন? এসো মোটা বক্শিশ দেবো।

মেহেরুন ঃ (আতংকিতভাবে) হায়– হায়, ইয়ে কেয়সা! গুণ্ডা-গুণ্ডা, ডাকু–

হাতেম ঃ আব্বে চোপ্! আ-যাও – (হস্ত ধারণ)

www.pathagar.com

মেহেরুন ঃ (চিৎকার করে) বাঁচাইয়ে, হামকো বাঁচাইয়ে –

// মুহসীন ও আবদুলের প্রবেশ //

মুহসীন ঃ আরে এই, এই হাতেম! এ সব কি?

মেহেরুন ঃ বাঁচাইয়ে--বাঁচাইয়ে –

হাতেম ঃ (থতমত খেয়ে মেহেরুন্নেছাকে ছেড়ে দিয়ে) এ্যাঁ! যাঃ-বাওবা, তুই ও আবার ভাগ নিতে এলি?

মুহসীন ঃ শাট আপ্ ইডিয়ট! এই দিনের বেলাতেও ঐ ছাইভস্ম টেনেছো?

হাতেম ঃ না বাওয়া, আসল মাল নয়-- আসল মাল নয়। এই সামান্য একটু তালেশ্বরী। ঐ রেল লাইনের ধার দিয়ে আসছিলাম, শালা ভাটিখানাটা আবার সামনে পড়ে গেল।

মুহসীন ঃ নন্‌সেন্স্! তা আবার উঠে এলে কেন? ওখানেই পড়ে থাকতে পারলে না ?

হাতেম ঃ ওখানেই ? ও, তাই বলো? পলিসি করে আমাকে সরিয়ে রেখে তুই এখানে একাই দাঁও মারতে চাস্?

মুহসীন ঃ (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) শাটআপ্!

মেহেরুন ঃ কিয়া বাত্ মুহসীন সাব! ইস্‌লিয়ে আপ্ হামকো বোলায়ে থে? মেরি ইজ্জৎ কী পর হাত উঠায়?

মুহসীন ঃ আমি দুঃখিত। অত্যন্ত দুঃখিত। এই শালা পাঁড় মাতালটার সামনে এসে পড়ে যাবে--তা আমি ভাবতেই পারিনি।

মেহেরুন ঃ লেকেন আপ্ তো জানতে হো, হিঁয়া'পর রাহানে ওয়ালে বিলকুল এয়সা মাফিক আদমী! ইয়ে সকাল গুণ্ডালোগুঁকো একঠো ডেরা?

মুহসীন ঃ মেহেরুন নেছা!

মেহেরুন ঃ ম্যয় জেনানা আদমী। আপ্ কেঁউ হাম কো হিঁয়াপর বোলায়ে থে?

মুহসীন ঃ আরে না-না, তুমি ভুল করছো। এটা একটা ভদ্দর লোকের মেস্ -বাড়ী। (হাতেমের প্রতি ইংগিত করে) এই শালা বেহুদাটা

www.pathagar.com

ছাড়া এখানকার সবাই ভদ্র সন্তান। খারাপ জায়গা হলে তোমাকে এখানে আসতে বলবো কেন?

মেহেরুন ঃ সাচ্?

মুহসীন ঃ বিলকুল সত্যি। এ নিয়ে তুমি কিছু মনে কেরো না।

মেহেরুন ঃ আপ্‌কো মাল কি ধার হ্যায়?

মুহসীন ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, সেই কথা। এসো, এদিকে এসো, সব বলছি।

মেহেরুন ঃ ফিন্ কি ধার?

মুহসীন ঃ আরে বাইরে। এই শালা মাতালটার কাছ থেকে সরবে তো?

মেহরুন ঃ হাঁ – হাঁ, ইয়ে বাত্ ঠিক। চলিয়ে –

// মুহসীন ও মেহেরুননেছা বেরিয়ে গেল।//

হাতেম ঃ (সেই দিকে চেয়ে) যাঃ বাওয়া ! অ্যাড্‌ভান্স বুকিং!

আবদুল ঃ কি হলো সাব?

হাতেম ঃ লাইন কাট!

// তারাও বেরিয়ে গেল।//

//এদিকে জিলানীকে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ বাড়িয়ে ধরা অবস্থায় এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান জেকের আলী মোল্লাকে কালী মাখানো আঙ্গুল বের করে টিপসহি দিতে উদ্যত অবস্থায় দেখা গেল। জেকের আলী মোল্লা নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী সদরের, আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। জেকের আলীর মাথায় টুপী, বগলে ছাতি এবং মুখে অল্প অল্প দাড়ি।//

জিলানী ঃ নাও, লাগাও।

জেকের ঃ কুনখানটায় টিপছহি দিতে কহিছেন জি? এই খানটায়?

জিলানী ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, ওখানেই। দাঁড়াও, একটু ভাল করে দেখে নিই।

(কাগজটা টেনে নিয়ে মনে মনে কিছুক্ষণ পাঠ করার পর শেষের দিকে শব্দ করে পাঠ করলো) ইতি। মোঃ জেকের আলী মোল্লা। নবাবগঞ্জ, রাজশাহী। ঠিক আছে- লাগাও।

www.pathagar.com

জেকের ঃ শ্যার, খড়ি কিন্তুক মোট পঁচিছ মণ লিয়াছেন। ঠিক ঠিক লিখ্যাছেন তো।

জিলানী ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, একদম ঠিক লিখাছি। খড়ি মোট পঁচিশ মণ।

জেকের ঃ তা দেখবেন! ছালা ছেবারের মুতো যেন আবার ফাঁছিয়ে না দেন?

জিলানী ঃ মানে?

জেকের ঃ ঐ ছালা লঙ্গরখানার এক ছাহেবের কথা কহিছি। ছেবারে 'লঙ্গরখানা হয়্যাছিল, না? ছেই কথা। মামুর বেটা ছোল মুণ খড়ি কিনে ছাব্বিছ মুনের ভাউচার বানিয়েছিল। আমি তো ছালা চোখ থাকতেই কানা। লিখাপহড়া তো কিছুই ছিখি নাই? উহাতেই টিপছহি দিয়াছিনু। তার পর ছেকি ফ্যাশাদ! আমাদের ঐ শোলেমান প্রফেশার সার্টিফিকেট না দিলে খড়ির ব্যবসা আমার ছেবারেই ছ্যাচ্ হয়ে যেতো।

জিলানী ঃ আরে না- না। ওসব জাল জুয়াচুরি আর মিথ্যার কারবার আমি করিনে। আসলে সত্যের বড় কোন জিনিষ নেই, বুঝেছো? পঁচিশ মণ কিনেছি, পঁচিশ মণেরই ভাউচার বানিয়েছি।

জেকের ঃ কি লিখ্যাছেন একটু জোরে জোরে পড়ুহেন তো ছুনি ?

জিলানী ঃ আরে পড়বো আবার কি? বারো টাকা মণ দরে পঁচিশ মণ খড়ির দাম মোট তিনশো টাকা। ব্যস্, আনর কি চাও?

জেকের ঃ হ্যাঁ শার, ঠিক হয়াছে।

জিলানী ঃ টাকা পেয়েছো?

জেকের ঃ ছে তো তখনই লিয়াছি।

জিলানী ঃ তো লাগাও টিপসই।

জেকের ঃ এই খানটায়, না জি?

জিলানী ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, ঠিক ওখানেই

জেকের ঃ (থু-থু করে বুড়ো আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে টিপসহি দিয়ে) এ- এই ল্যান।

www.pathagar.com

জিলানী ঃ ব্যস্! এবার তুমি যাও –

জেকের ঃ যখনই খড়ির দরকার হয়, এই জেকের আলী মোল্লার খোঁজ করবেন শার। এই ছারা ছহরে আমার চাইতে ছস্তা কোন মামুরব্যাটা দিতে পারবে না। উদিকে আবার বুল্‌লে ফের বুলবেহিনি বুলছে। আমার মুতো ছততাও কোন ছালার মধ্যে নাই- ছিকথাও বুলে দিনু, হ্যাঁ। মাপেও আবার এক শটাক কম পাবেন না শার। হক কথা বুলে দিনু –

// জেকের মোল্লা প্রস্থানোদ্যত হলো। প্রবেশ করলো আবদুল//

আবদুল ঃ আরে এক ছটাক কি কইতাছেন? এ যে হালায় মণকে মণই কম।

জেকের ঃ কি কহিছেন?

আবদুল ঃ যা খড়ি দেখতাছি, তাতে তো হালায় পঁচিশ মণই অইবোনা। চল্লিশ মণ অইবো কোন্ হান্ থে?

জিলানী ঃ আহ! আবদুল! তুই চুপ কর।

জেকের ঃ ই মামুর ব্যাটা ফির কি কহিছে সাব? লওগাঁ থেকে গাঁজাটাঁজা খেয়ে এসেছে নাকি?

জিলানী ঃ ও পাগলের কথা শুনো না। যাও– যাও, তুমি যাও –

জেকের ঃ ছালা গাছপাগল কাহারে বুলেজি? ইহারেই নাকি? পঁচিছ্‌কে চল্লিছ্ বানাইছে ! হুঃ ! (প্রস্থান)

আবদুল ঃ (স্বগত ঃ) পঁশিকে চল্লিশ ! খাইছেরে ! তাইলে হালায় এহানেও ঘাপ্‌লা! (প্রকাশ্যে) সাব –

জিলানী ঃ কি?

আবুদল ঃ একটা কথা জিগাইমু।

জিলানী ঃ কথা!

আব্দুল ঃ কইতাছি, খড়ি তাইলে ঠিক কয় মণ কিনাছেন?

জিলানী ঃ কয় মণ মানে? চল্লিশমণ। এই যে ভাউচার।

আব্দুল ঃ ঐ খড়ি চল্লিশ মণ?

www.pathagar.com

জিলানী ঃ পুরো চল্লিশ মণ। কাঁটা ধরে মেপে নিয়েছি।

আবদুল ঃ তা কাঁটা ধইরাই মাপেন আর ফুল ধইরাই মাপেন, পদ্মার পানিতে চুবাইলেও তো ও খড়ি তিরিশ মণই অইবোনা সাব্।

জিলানী ঃ শাট্আপ্! আমি তাহলে মিথ্যা বলছি?

আবুদল ঃ না সাব্। আপনি মিথ্যা কইবেন ক্যান্? মস্তবড় অলি-আল্লাহর নামে আপনার নামখানা। আপনি মিথ্যা কইবার পারেন?

জিলানী ঃ তবে ? তবে আবার এসব আবোল তাবোল বক্ছো কেন?

আবদুল ঃ না, কইতাছি—ঐ হালার খড়িওয়ালাও তো আপনারে ঠকাইবার পারে?

জিলানী ঃ ইডিয়ট! আমি কি তোদের মতো বোকা না গোমুখ্য যে, ঐ একটা সামান্য খড়িওয়ালা আমাকে ঠকাবে? যা- যা, নিজের কাজে যা —

আবদুল ঃ হ সাব্, যাইতাছি। দুনিয়ার হগগল মানুষই চালাক অইয়া গেল সাব্ আমাগোর কপালে দুক্কু আছে, তাই আমরা আজও গোমুখ্যুই থাইকা গেলাম।

জিলানী ঃ (চোখ গরম করে) মানে?

আবদুল ঃ হালায় কথা আর কামের মধ্যে মস্ত বড় ফাঁক রাখোনের নামই যে চালাক হওন, হেইডাই আমরা আজও বুঝ্বার পারলাম না।

জিলানী ঃ (তেড়ে গিয়ে) গেট্আউট্ -গেট্ আউট্, আই ছে গেট্ আউট —

//আব্দুল দৌড় দিয়ে পালালো/ জিলানী পকেট থেকে এক গাদা টাকা বের করে তাতে চুমু খেলো। তার চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি//

জিলানী ঃ হাঃ-হাঃ- হাঃ। মার দিয়া কেল্লা। একদানে একশো আশি! হাঃ-হাঃ- হাঃ! (প্রস্থান)

www.pathagar.com

// "দি ঝামেলা মেস্"। স্পট লাইটে দেখা গেল মুহসীন ও মেহেরুন্নেছা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মুহসীনের বাম হাতে এক গাদা দশ টাকা নোট। সে মেহেরুন্নেছার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে –//

মুহসীন ঃ নেহি–নেহি। পুরো ঐ চারশেই বিশ লাগবো আওর দশা রুপেয়া লাগাও –

মেহেরুন ঃ দেখিয়ে সাব, ম্যয় বহুত গরীব আউরাত হুঁা দো- একঠো রুপেয়াকে লিয়ে এহি রাত মে ম্যয় হিঁয়াপর আয়ি হুঁ। আপকো চাউল হিঁয়াছে বাহার লেনেকে লিয়ে ম্যয় বহুত তক্‌লিফ্ কিয়া হুঁ। আভি ও দশ রুপেয়া আপ্ ছোড়ন দিজিয়ে।

মুহসীন ঃ অসম্ভব! বাজারে দুশো পঁচিশ টাকা এখন চাউলের মণ। বাজারে বিক্রি করলে দু'মণ চাউলের দাম একডাকে চারশো পঞ্চাশ টাকা পেতাম। একটু অসুবিধে ছিল বলেই তোমাকে আমি তিরিশ টাকা আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আর সম্ভব নয়।

মেহেরুন ঃ তব্ আউর পাঁচ রুপেয়া লিজিয়ে –

মুহসীন ঃ এক পয়সা কম হবে না। ঐ দশ টাকাই লাগবে। (স্বগত) মাল তো আগেই মেস্ থেকে বের করে দিয়েছি। আর ভাবনা কি? (প্রকাশ্যে) আহ্ থোড়া চট্‌পট্ করো। আমার কাজ আছে।

মেহেরুন ঃ মুহসীন সাব, ম্যয় ভিখ্ মাংতি হুঁ। উও পাঁচ রুপেয়া মেহেরবানী করকে মেরি বালবাচ্চাকে লিয়ে ছোড়ু দিজিয়ে।

মুহসীন ঃ কি বাজে বক্‌ছো? এসব দয়া- মেহেরবানীর কোন ধার আমি ধারিনে। ঐ দশ রুপেয়া দেবে তো দেবে। নইলে চাউল আমি অন্য জায়গায় বিক্রি করবো। এই লে লো তুম্‌হারা রুপেয়া। (টাকা বাড়িয়ে ধরলো।)

মেহেরুন ঃ তাজ্জব! আপ সাহেব আদমী। মালদার লোগ। গরীবকে লিয়ে আপ্‌কো পাস্ কুয়ী মেহেরবানী নেহি মিলেগী? দেখিয়ে না, মেরী তিন তিনঠো এতিম বাচ্চা। উন্‌কো বাপ উও হুজুগমে

www.pathagar.com

খতম হো গায়া। এই চাউল ম্যয় ফেরি কর্‌কে বিকায়েগী। জো মুনাফা মিলেগী, উস্‌ছে বালবাচ্চাকো রোটি হোগা।

মুহসীন ঃ বালবাচ্চা থাকলে তো রোটি লাগবেই।

মেহেরুন ঃ এয়সা দিন ভি যাতে হোসাব্‌, যব মেরী বালবাচ্চাকো কুয়ী দানা পানি নেহি মিল্‌তা।

মুহসীন ঃ তোমার বালবাচ্চা মরুক, তাতে আমার কি? দানাপানি না পাও, কোথাও নিকাহ্‌ পুষো। চেহারাখানা তো মা'শা আল্লাহ্‌ খাশাই আছে। দেখলে কে বলবে, তোমার কোন বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে।

মেহেরুন ঃ সাব্‌!

মুহসীন ঃ যা চেহারা আর খাপ্‌-সুরাত, তাতে নিকাহ্‌-বিয়ে ছাড়াও অন্য পথ আছে। ইচ্ছা করলেই দুই হাতে রুপেয়া খিঁচ্‌তে পারো।

মেহেরুন ঃ মুহসীন সাব্‌।

মুহসীন ঃ চাইকি আমিও ঐ পাঁচ টাকা না নিয়ে, উল্টো আরো বিশ্‌ পঁচিশ টাকা এখনই ছেড়ে দিতে পারি।

মেহেরুন ঃ ম্যৎ বলিয়ে সব, ম্যৎ বলিয়ে। গজব হো যায়েগী।

মুহসীন ঃ তাহলে ঐ গজব নিয়েই থাকো। আমার রুপেয়া লাগাও –

মেহেরুন ঃ সাব্‌ !

মুহসীন ঃ দশহাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা পাওয়া যায় না, আর পাঁচ পাঁচটা টাকা আমি অম্‌নি ছেড়ে দেবো? অত দয়া আমার নেই। আমার এক কথা, যদি কিনতে চাও, ঐ পুরো দশ টাকাই লাগবে। এক পয়সাও কম হবে না।

মেহেরুন ঃ (নিঃশ্বাস ফেলে) ঠিক হ্যায় সারা ম্যয় জেনানা আদমী। বহুৎ তকলিফ্‌ কর্‌কে আপ্‌কো চাউল হিঁয়াছে বাহার লে গায়ী হুঁ। আভি পাঁচ রুপেয়াকে লিয়ে উত্ত চাউল ম্যয় নেহি ছোড়েগী। লিজিয়ে আপ্‌কো দছরুপেয়া। (আঁচল খুলে দুইখানা পাঁচ টাকার নোট দিল।)

মুহসীন ঃ (টাকা নিয়ে) ঠিক হ্যায়? এখন যাও, চাঁদুর দোকান থেকে বস্তাগুলো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো –

www.pathagar.com

মেহেরুন ঃ বহুৎ আচ্ছা সাব্ (প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে লেকেন এক বাত হ্যায় সাব্। রাত কি কারবার। হয়ে মাল তো সাচ্চা হ্যায়? কুয়ী চোরাইমাল নেহি হ্যায় তো ?

মুহসীন ঃ (চমকে উঠলো। পরে নিজেকে সামলে নিলো।) এ্যাঁ –মানে– আরে না– না, এ আমার নিজের জিনিস্!

মেহেরুন ঃ ম্যয় গরীব আউরাত হুঁ সাব্ লেকেন উত্ত হারামী কারবার ম্যয় কভ্ভি নেহি কর্‌তি।

মুহসীন ঃ আরে বলছিই তো আমার নিজের জিনিস্। এটা আমার সাইড বিজ্‌নেস্। সস্তার সময় কিনি, দাম চড়লে বিক্রি করি। যাও –

মেহেরুন ঃ বহুৎ আচ্ছা। খোদা হাফেজ। (প্রস্থান)

মেহেরুন ঃ খোদা হাফেজ। (টাকার দিকে চেয়ে) হাঃ- হাঃ- হাঃ! পুরো চারশো বিশ!

// জিলানীর প্রবেশ।//

জিলানী ঃ আরে না– না, আরো বেশি! আটশো চল্লিশ!

মুহসীন ঃ (চমকে উঠে টাকা লুকাতে লুকাতে) এ্যাঁ! আটশো চল্লিশ মানে?

জিলানী ঃ হাঃ -হাঃ - হাঃ! শালা ফোরটুয়েন্টির ফাদার। চমকে উঠলি যে?

মুহসীন ঃ না–মানে–

জিলানী ঃ হাতেমটাতো একটুও গুল মারেনি? ফুল হাউস্ কারেকট্। তা কতদিন ধরে এই। সিংকিং–সিংকিং চলছে ব্রাদার? একদম রেন্টফ্রি, না মালমশ্‌লা কিছু ছাড়তে হয়? (আঙ্গুলে টাকা বাজানোর ভঙ্গি)

মুহসীন ঃ মানে? তুই কি বলতে চাস্?

জিলানী ঃ কি বলতে চাই তা একটুও বুঝতে পার ছোনা? আহারে, কি নাবালক! বলি, আধারে গা-ঢাকা দিয়ে ওটা কে গেল?

মুহসীন ঃ ও, ওটা? ও একজন ফেরিওয়ালী। জিনিস-পত্র ফেরি করে বেড়ায়।

www.pathagar.com

জিলানী ঃ শুধুই জিনিস পত্তর? মালটা তো খাশাই দেখলাম। আর কিছু ফেরি করে বেড়ায় না?

মুহসীন ঃ আর কিছু !

জিলানী ঃ ফের ন্যাকামী ? আর কিছুর মানে বোঝো না? একে লা-ওয়ারিশ, তার উপর এমন বাঁধানো বডি –

মুহসীন ঃ (হাঁফ ছেড়ে হেসে) ও সেই কথা? আমি ভাবলাম তুই অন্য কিছু মিন করছিস্। (পকেটটা টিপে টেপে সামাল করতে লাগলো)

জিলানী ঃ অন্য কিছু! আরে শালা, দুনিয়ায় এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং আর কিছু আছে যে, তাই মিন্ করবো?

মুহসীন ঃ তা ঠিক–তা ঠিক।

জিলানী ঃ শালী তাহলে এ কারবারও করে?

মুহসীন ঃ মানে ঐ ফেরিওয়ালী?

জিলানী ঃ আরে হ্যাঁ বাবা–হ্যাঁ। এত লুকোচুরি করছো কেন?

মুহসীন ঃ তা সেটা আমি জানবো কি করে?

জিলানী ঃ তুই জানবি কি করে? শালা এখনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়? এই আঁধার ঘরে ওর সাথে তোর এতক্ষণ কোন্ বিজনেস্ ছিল জনাব? ঈশ্বরের আরাধনা, না বিশ্বযুদ্ধের পরামর্শ?

মুহসীন ঃ পরামর্শ? হ্যাঁ- হ্যাঁ, একটা জরুরী পরামর্শ ছিল। ঐ হাতেমটার অত্যাচারে ওর রাস্তা চলা দায় হয়ে পড়েছে, বুঝলি? যখন তখন ওর উপর হামলা করছে।

জিলানী ঃ কে, হাতেম?

মুহসীন ঃ হ্যাঁ, ঐ চিড়িয়াই তো। ওর অত্যাচার সইতে না পেরে মেয়েটা এসেছিল ম্যানেজারের কাছে নালিশ করতে। ম্যানেজার তো নেই, তাই আমার সাথে কথা বলছিল।

জিলানী ঃ ঠিক বলছিস তো? তুই তো আবার আস্ত একটা সত্যপীর।

মুহসীন ঃ ঠিক মানে ? এই সেদিনও তাড়ি টেনি শালা যে কাণ্ড করলো, তা শুনিস্ নি?

www.pathagar.com

জিলানী ঃ না।

মুহসীন ঃ মেয়েটাকে রাস্তা থেকে টেনে এই মেস্ পর্যন্ত এনেছিল।

জিলানী ঃ বলিস্ কি! ও ব্যাটা এত বড় চরিত্রহীন?

মুহসীন ঃ চরিত্র কি আর সবার সমানরে? তোর আমার মতো চরিত্র যদি সব মানুষের হতো, তাহলে কি আর দেশ দুনিয়ার আজ এই দশা হয়?

জিলানী ঃ (ঘড়ি দেখে) তা থাকগে ওসব। সেকেন্ড শো ধরতে হলে কিন্তু এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। হতে আর মাত্তর পনের মিনিট টাইম।

লায়েব ঃ (নেপথ্যে) মুহসীন বাপো আছিন্, মুহসীন বাপো –

মুহসীন ঃ নাও ঠ্যালা! ঐ আর এক ফ্যাসাদ! আচ্ছা তুই যা। কাপড় চোপড় পরে রেডি হয়ে নে। আমি এলাম বলে।

জিলানী ঃ শুধু এলাম বলে নয়। শালা তোর জন্যে যদি শো'টা মারা যায়, তাহলে কিন্তু বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো, খেয়াল রাখিস্।

// জিলানীর প্রস্থান, লায়েবুল্লাহর প্রবেশ//

লায়েব ঃ কৈ বাপো, কুন্‌টি গেলেন?

মুহসীন ঃ কে ?

লায়েব ঃ মুই লায়েবুল্লাহ বাপো। এই আঁধারোত দাঁড়ায়্যা কি করোচিন? আলোটা জালায়্যা দিবিন্‌না? (সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।)

মুহসীন ঃ কি? ফের আমাকে খুঁজছো কেন? কি চাই আবার?

লায়েব ঃ চাউলের ঘরের চাবিটা বাপো। ম্যানেঝার সায়েব চাওচিন।

মুহসীন ঃ (সবিস্ময়ে) ম্যানেজার! উনি ফিরে এসেছেন?

লায়েব ঃ হ্যাঁ বাপো! এই এখনই আলিন্। গেটে কতা কওচিন্।

মুহসীন ঃ এত তাড়াতাড়ি? তবে যে উনি বললেন, কয়েকদিন তাঁর দেরী হবে?

লায়েব ঃ ল্যাওদিনি! কাজ সারা হয়্যা গেলে আস্‌পিন্‌নে? এখানে এতবড় দায়িত্ব তার ঘাড়োত্।

www.pathagar.com

মুহসীন ঃ (স্বগত) ইশ!, এমন হবে জানলে আজকেই আরো মণদেড়েক–

লায়েব ঃ কে বাপো, চাবিড্যা দ্যান্‌দিনি?

মুহসীন ঃ (রুষ্টকণ্ঠে) কি ব্যাপার ? চাবি কি আমি খেয়ে ফেলেছি?

লায়েব ঃ না- মানে, ম্যানেঝার সায়েব বুললেন, এখনই –

মুহসীন ঃ ম্যানেজারই বা এসেই চাবির জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এতই যদি অবিশ্বাস, তাহলে অন্য কারো হাতে দিয়ে গেলেই পারতেন?

লায়েব ঃ তা–কতা –হলো–

মুহসীন ঃ ম্যানেজার সাহেব যখন কাউকেই বিশ্বাস করতে চান না, তখন আমরাই বা তাকে বিশ্বাস করতে যাবো কেন? চাউল যদি কোন- ভাবে কম পড়ে, আমরাও তাকে ছেড়ে কথা বলবোনা। এই নাও তোমাদের চাবি–

//চাবি মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে মুহসীন বেরিয়ে গেল। নেপথ্য থেকে ডাকতে লাগলো আবদুল//

আবদুল ঃ (নেপথ্য থেকে) লায়েবুল্লাহ বাই, আরো ও লায়েবুল্লাহ বাই, চাবিডা লইয়া জলদি জলদি আহেন। ম্যানেজার সাব্ আরো কিছু চাউল লইয়া আইছেন। ওগুলো ঘরে তুলতে অইবো –

লায়েব ঃ (মেঝে থেকে চাবি কুড়িয়ে নিয়ে) আসোচি বাপো, মুই এক্ষুনি আসোচি –

// লায়েবুল্লাহর দ্রুত প্রস্থান //

// এদিকে হাতেম এসে কাঁধের সাইড ব্যাগটা খাবার টেবিলে রেখে আগে ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস পানি খেলো। পরে চেয়ারে বসে একটা খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলো এবং তা পড়তে লাগলো।//

হাতেম ঃ (চিঠিপাঠ) একটা ট্রে, ছয়টা কাপ-পিরিচ, ছয়টা গ্লাস, একটা কাঁচের জগ্, লেডিস্ স্যান্ডেল, লেডিস্ ছাতা- উঃ/ শুষ্টির মাথা!

// তার চোখে মুখে বিরক্তি। প্রবেশ করলো নাসির।//

www.pathagar.com

নাসির ঃ মুড়িঘন্ট করে ফ্যাল্, মুড়িঘন্ট! তোফা লাগবে।

হাতেম ঃ মানে?

নাসির ঃ মাছের মাথা তো আজকাল বড় একটা মিলেনা। মুড়ি ঘন্টের জন্যে এখন ঐ গুষ্টির মাথাটাই সম্বল। কিছু মুগের ডাল মিশিয়ে–

হাতেম ঃ আহ্! থামতো!

নাসির ঃ বাড়ী চললি বুঝি? থুড়ি, শ্বশুরবাড়ী?

হাতেম ঃ হুঁ।

নাসির ঃ তা এ মুহূর্তে আবার প্রেমপত্র কেন বাবা? খানিক পরেইতো স্বয়ং প্রিয়া তোকে প্রেমের বাধনে বেঁধে –

হাতেম ঃ ঝাঁটপেটা করবে।

নাসির ঃ অর্থাৎ?

হাতেম ঃ খাটের খুঁটির সাথে বেঁধে ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে নামাবে। এই তার শমন। (চিঠি তুলে ধরলো)

নাসির ঃ শমন! সে কি? প্রেমপত্র নয়?

হাতেম ঃ চার্জশিট–চার্জশিট। খাটের উপর ঠ্যাং বিছিয়ে বসে এটা তৈয়ার করেছেন আমারই প্রাণের ঈশ্বরী। আচ্ছা। তুইই বল্ দিকি, ফাঁকা পকেটের উপর এ রকম বুলেট ছুড়ে মারলে, কার মনমেজাজ ঠিক থাকে? গ্লাস, জগ্, কাপ, পিরিচ, স্যান্ডেল, ছাতা –উঃ! মাথাটা আমার ঘুরছেরে।

নাসির ঃ তাহলে যাস্নে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।

হাতেম ঃ খাবো কি? শ্বশুর সাহেব জানিয়েছেন–এবার সাক্ষাতে বসে হিসেব না দিলে আর চারটে পয়সাও দেবেন না। চট্ করে গিয়ে যে গোঁজামিল দিয়ে একটা হিসাব দিয়ে আসবো, সে উপায় কি আছে? (চিঠি তুলে ধরে) এই বালাই।

নাসির ঃ তাতে কি হয়েছে। গিন্নিকে গিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বল্-পয়সায় কুলোয়নি।

www.pathagar.com

হাতেম ঃ তাহলে পিঠে কুলো বেঁধে সে কথা বলতে হবে।

নাসির ঃ বলিস্ কি! এই রকম জল্লাদ মার্কা বউ তোর?

হাতেম ঃ তারই বা দোষ কি? এগুলো কেনার জন্যে সে তিন তিন বার আলাদা করে পয়সা জুগিয়েছে।

নাসির ঃ এ্যাঁ! তিন তিন বার?

হাতেম ঃ তিন তিন বার!

নাসির ঃ আর তুই আল্লাদের সাথে সে পয়সা বেধড়ক উড়িয়েছিস্ ?

হাতেম ঃ ঠিক তাই। কিনবো কিনবো করে এবারও সব পয়সা ফুরিয়ে গেছে। কিছুই কেনা হয়নি।

নাসির ঃ সাব্বাস্! তোর বউ তাহলে সত্যিই পুণ্যবতীরে! তা না হলে এতদিন সে নির্ঘাত্ বিধাবা হতো।

হাতেম ঃ মানে?

নাসির ঃ এমন পতির মুখে ভাতের বদলে ভুল করে বিষ তুলে দিয়ে বেমালুম বিধবা হতো।

হাতেম ঃ এবার হয়তো তাই করবে। অন্তত শাশুড়ির পয়সা কয়টার—মানে গোটা কয়েক কাপ-পিরিচ —

নাসির ঃ কাপ- পিরিচ?

হাতেম ঃ গোটা বিশেক টাকা দেনারে শ্বশুড়বাড়ী থেকে এসেই ফেরত দেবো।

নাসির ঃ কি বললি? টাকা?

হাতেম ঃ বেশি নয়, মাত্তর গোটা বিশেক।

নাসির ঃ বটে! আবার টাকা? সে দিন যে বড় বড় লেক্চার মেরে দশখানা টাকা নিলি, তার দশটা পয়সাও ফেরত দিয়েছিস ?

হাতেম ঃ না মানে, সেদিন শপিং-এ আমার ইন্কামটা —

নাসির ঃ ভাল হয়নি ? কমছে কম আশি নব্বই টাকা মেরেছিস্! ডাল আর তরকারির নামে সেদিন যে হারে পানি আর পেঁপে

www.pathagar.com

খাইয়েছিস্, তা সবাই জানে। আমি একটু সায় দিলে তোর হাড়ে বাতাস পেতো না।

হাতেম ঃ কসম করে বলছি, এবার নির্ঘাত ফেরত দেবো? দে বিশটা টাকা।

নাসির ঃ আহারে! শুনে জান জুড়িয়ে গেল। আমি কি নিয়ে বাড়ী যাবো– সেই ভাবনাতেই অস্থির, আর ওকে দেবো টাকা। হুঃ। (প্রস্তানোদ্যত হলো)

হাতেম ঃ (ব্যস্তভাবে এই, শোন্- শোন্। রিয়ালি বলছি, আমি একেবারেই নিরুপায়। (সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।)

নাসির ঃ (বিরক্ত হয়ে–সর! উপায় না থাকে, হয় গলায় দড়ি দে, নয় চুরি কর। (প্রস্থান)

হাতেম ঃ চুরি! (উদাসভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে মিট্সেফের মধ্যে কাপ-পিরিচের উপর নজর পড়লো। কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থাকার পর) ও.কে. তাই সই।

(এ দিক ওদিক চেয়ে ব্যাগ হাতে মিট্সেফের কাছে গিয়ে সন্তর্পণে বসলো এবং ক্ষিপ্র হস্তে কাপ–পিরিচগুলো ব্যাগে পুরে নিয়ে সন্তর্পণে কেটে পড়লো।)

// একটু পরে আবদুল এসে মিটসেফ্ খোলা দেখে চম্‌কে উঠলো এবং কাপ-পিরিচ একটাও নেই দেখে হতভম্ব হয়ে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো।//

//তখনই আবার সুট্কেস্ হাতে ডাকতে ডাকতে চলে এলো নাসির।//

নাসির ঃ আবদুল– আবদুল, আরে এই আবদুল। এই যে, এখানে বসে কি করছো? সিনেমা দেখছো?

আবদুল ঃ হ সাব।

নাসির ঃ বললাম যে, জল্‌দি জল্‌দি এক কাপ চা করে দে, ট্রেন ধরবো।

www.pathagar.com

আব্দুল ঃ চা আর অইবো না সাব্ !

নাসির ঃ অইবোনা মানে? তোমাকে কি মুখ দেখতে রাখা হয়েছে?

আবদুল ঃ ক্যাম্নে অইবো সাব? মাথায় বাড়ী অইয়া গেছে। ছয়ছয়ডা কাপ-পিরিচের একটাও নাই।

নাসির ঃ নেই?

আবুদল ঃ এই হানে এই গেলাস- পেলেটের ধারে হাজাইয়া রাখছিলাম। অহন দেখ্তাছি, হগ্গলগুলাই ভ্যানেস্।

নাসির ঃ ভ্যানেস্!

আবুদল ঃ মিলাইয়া গেছে সাব্। কোন্ মিয়াবাই হগগলগুলাই মাইরা দিছে।

নাসির ঃ সেকি! (স্বগত) আই. সি! শালা হাতেম ভাল দাঁও মেরেছে তো!

আবদুল ঃ সাব্ আমাগোর অহন কি দশা অইবো সাব্? ম্যানেজার সাব্ যে আমাগোরে –

নাসির ঃ (প্রকাশ্যে) জ্যান্ত পুঁতে ফেলা উচিত। এত মাইনে দেয়া হচ্ছে, তবু এই বদ অভ্যাস্ গেল না? ফের চুরি করা শুরু করেছো?

আবদুল ঃ চুরি! হেইডা কি কইতাছেন সাব? আমরা চুরি করতাছি?

নাসির ঃ তবে কি আমরা? এর আগেও কতকগুলো সুন্দর সুন্দর চামচ আর বাটি উধাও হয়ে গেল। সব কিছু তোমাদের হাতে। তোমরা শুয়েও থাকো এই ঘরেই। তোমরা না সরালে কি সব পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে?

আবদুল ঃ অমন কথা কইবেন না সাব্। মাথায় বাজ পড়বো!

নাসির ঃ (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) বটে! গেট্ আউট্ –গেট্ আউট্ – (তেড়ে এলো)

আবদুল ঃ হ সাব, যাইতাছি! এরপর একবারেই গেট্ আউট্ হওন ছাড়া আমাগোর আর উপায় নাই। (প্রস্থান)

নাসির ঃ হাঃ– হাঃ– হাঃ! এইতো সুযোগ। শালা হাতেম, তুই আগেই টেক্কা মারলি? তাহলে আমিই বা আর ছাড়ি কেন? দু' চার সেট্

www.pathagar.com

গ্লাস্- প্লেট্ বাড়ীতে না থাকলে কি ভদ্দর লোকের মাল থাকে ? হয় বদনাম তোরই হোক।

// সুট্‌কেস্ খুলে মিট্‌সেফের পাশে বসলো এবং গ্লাস্ প্লেট্ সুটকেসে পুবে নিয়ে সন্তর্পণে কেটে পড়লো//

// চিন্তিত মনে প্রবেশ করলো আবদুল এবং মিট্‌সেফের দিকে নজর পড়তেই সে চিৎকার করে উঠলো।//

আবদুল ঃ (চিৎকার করে) খাইছেরে! লায়েবুল্লাহ বাই—ও লায়েবুল্লাহ বাই—

লায়েব ঃ (নেপথ্যে) কে, কে ডাকোচিন্? আবুদল ?

আবদুল ঃ হ-হ, জলদি আইয়ো ভাই, জলদি আইয়ো —

// লায়েবুল্লাহর প্রবেশ//

লায়েব ঃ ল্যাওদিনি, ফির কী হলো?

আবদুল ঃ ছারপোকার বিছন সাফ্ অইয়া গেছে লায়েবুল্লাহ বাই- আমাগোর আর বাঁচোনের উপায় নেই। (প্রায় কেঁদে ফেললো।)

লায়েব ঃ যাঃ- সংকট ! কি হলো তা কবিন তো?

আবদুল ঃ গেলাস-পেলেট্ও নাই। হ গগলডাই উধাও।

লায়েব ঃ (চমকে উঠে) কি কওচিন্ ?

আবদুল ঃ (মিটসেফের প্রতি ইঙ্গিত করে) ঐ দ্যাহো, কুন্ হালায় আবার চিচিম্‌ডা এক্কেবারে ফাঁক কইরা ফালাইছে।

লায়েব ঃ কায্যিবাদ! কেংকা কতারে!

আবদুল ঃ এই অহনই দেইখা গেলাম, ফির অহনই আবার নাই।

লায়েব ঃ তাজ্জব! এই ঘরোত্ কাকো ঢুকতে দেখোচিন্? মানে, কেউ এদিকে আচ্চিলিন্?

আবদুল ঃ আইছিলো। ঐ নাসির সাব এহানে সুটকেস্ লইয়া আইয়া চোটপাট করতাছিল।

লায়েব ঃ লাছির সায়েব?

www.pathagar.com

আবদুল ঃ হ। ঐ ব্যাটাই। আমারে গেট্ আউট্ কইরা, হে একাই খাড়াই ছিল।

লায়েব ঃ কা-ম্ সারা! দ্যাখতো—দ্যাখতো, লাছির সায়েব এখন তার ঘরোত্ আছিন নাকি, শিগ্গির দেখে আয়তো।

আবদুল ঃ আর দেইখা কাম নাই বাই। যা অইছে, তা বুঝ্বারই পারতাছি।

লায়েব ঃ মানে?

আবদুল ঃ পগারপার। নাসির মিয়া- ট্রেন ধইরা তার দ্যাশে চইলা গেছে।

লায়েব ঃ সারোচেরে!

আবদুল ঃ চাকরী শ্যাষ!

// মাথায় হাত দিয়ে দুইজনই বসে পড়লো//

// দি ঝামেলা মেস্ । দেখা গেল আবদুল্লাহ আমিন টিপু তার কক্ষে একটি চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র। আর এক পাশে খাবার টেবিলের উপর এক বাটি তরকারি, এক বাটি ডাল ও এক গামলা ভাত পৃথক পৃথক ঢাক্না দিয়ে ঢাকা। এই সময় হৈ হৈ রবে এক বাটি তরকারি হাতে মুহসীন ও ডালের গামলা হাতে জিলানী এসে তার কক্ষে ঢুকলো। উভয়ের অগ্নিদৃষ্টি টিপু মিয়ার উপর। আগে কথা বললো মুহসীন।//

মুহসীন ঃ আমরা গরু না ছাগল যে, দৈনিক বাটি বাটি পেঁপে আর লাউ কুম্ড়ো খাওয়াবেন?

টিপু ঃ (বাটির দিকে চেয়ে) কেন, গোস্ত নেই ওতে?

মুহসীন ঃ (হাতে ধরা বাটি বাড়িয়ে ধরে) কে বললে নেই? এই যে দেখুন, মাছের চোখের মতো একটুকরা, ব্যস্!

টিপু ঃ আর নেই?

মুহসীন ঃ নামুন, কাছা এঁটে এই বাটির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এই একটুকরা ছাড়া গোস্তের দ্বিতীয় কোন টুকরো যদি পান, তাহলে এই কান দুটো কেটে রেখে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবো।

www.pathagar.com

জিলানী ঃ (ডা'লের গাম্‌লা বাড়িয়ে ধরে) আর এই যে ডা'ল। আহা ডা'ল তো নয়, যেন সোনাদিঘীর পানি। সারা বেলা আরামছে সাঁতার কাটুন, কাপড়ে একটু দাগও লাগবে না।

টিপু ঃ (ডা'ল দেখে) একি! সব কিছুই যে আজ বর্ণনার বাইরে। এমন তো কোন দিন হয়নি।

মুহসীন ঃ কোন দিন! কোন দিন কি বলছেন।

জিলানী ঃ সারাটা মাস ধরেই তো এই কারবার চলছে।

মুহসীন ঃ আমরা তো বলিনি, আপনি এক মাসের খরচ দিয়ে তিন মাস চালান।

টিপু ঃ মানে?

মুহসীন ঃ মানেটা আপনি জানেন না? আপনিও তো মাস ধরে এই একই পদার্থ খাচ্ছেন।

টিপু ঃ হ্যাঁ, তা খাচ্ছি। কিন্তু এত জঘন্য তো কোনদিন–

মুহসীন ঃ (খাবার টেবিলের দিকে ইংগিত করে) ঐ তো আপনার ভাত তরকারি আপনার ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। দেখুন দেখি, কি পদার্থ আছে ওতে? (একজন গিয়ে খাবার টেবিল থেকে তরকারির বাটি এনে ঢাক্‌না খুললো। সকলেই সেদিকে নজর দিলো) এ্যাঁ! একি! এ যে কেবলই গোস্ত!

জিলানী ঃ তাইতো রে! পেঁপেই যে খুঁজে পাওয়া কঠিন!

মুহসীন ঃ তাই বলুন! এইছান কারবার চলছে?

জিলানী ঃ নিজে খাচ্ছেন বাটি বাটি গোস্ত আর আমাদের খাওয়াচ্ছেন শাক-কচু-লতা-পাতা? ছিঃ–ছিঃ–ছিঃ–! এই আপনি?

টিপু ঃ তাজ্জব! (লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে উচ্চকণ্ঠে "লায়েবুল্লাহ, লায়েবুল্লাহ, আরে এই ব্যাটা লায়েবুল্লাহ" বলে হাঁকাতে হাঁকতে টিপু ঐ ভাবেই ছুটে বেরিয়ে গেলে ঘর থেকে)

www.pathagar.com

লায়েবুল্লাহদের কাউকেই হাতের কাছে না পেয়ে আবদুল্লাহ আমিন টিপু ঐ ভাবেই চলে এলো লায়লা বানুদের বাড়ীতে। লায়লা বানুকে পড়ার ঘরে যেতে দেখেই আবদুল্লাহ আমিন টিপু ব্যস্তকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললো –

টিপু ঃ এই যে লায়লা, শুনো–শুনো–

আবদুল্লাহ আমিন টিপুকে এমন ব্যস্তভাবে ডাকতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল লায়লা বানু। বিস্মিত কণ্ঠে বললো–একি! আপনি হঠাৎ!

টিপু মিয়া বললো–হ্যাঁ, হঠাৎ! এলাম আর এখনই আবার চলে যাবো।

ঃ তার মানে?

ঃ একটা কথা বলতে এলাম।

ঃ কি কথা?

ঃ বইপত্র আর ব্যাগ ব্যাগেজ্ নিয়ে দুইদিন পরেই তোমাদের এখানে চলে আসছি আমি। একে বারেই চলে আসছি!

ঃ ও-মা! সেকি?

ঃ ওখানে থাকলে পড়াশুনা কিছুই হবে না আমার। ফলে পরীক্ষা দেয়া এ বছরও হবে না।

ঃ সেকি! কেন–কেন?

ঃ ঐ ঝামেলা মেস্টা একটা ঝামেলার ডিপো। সব সময় চেঁচামেচি, চিৎকার, হৈ–চৈ, হুল্লোড়, কলোরব, কোলাহল–মানে একটা ভরা হাট। ওখানে কি পড়াশুনা হয়।

ঃ কেন, খুব যে বড় মুখ করে গিয়েছিলেন ওখানে? মুখ রক্ষে হলো না?

ঃ না । দু'দিন পরেই ফের চলে আসছি এখানে।

ঃ তাহলে আর দু'দিন পরে কেন? আজই চলে আসুন।

ঃ না, তা পারছিনে। দুষ্টজনের মিষ্ট কথায় ভুলে একটু বেয়াকুফী করে ফেলেছি। এই মাসের জন্যে ঐ মেসের ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফেলেছি। ঐ দায় মিটিয়ে দিতে আর দিন দুইয়েক লাগবে।

ঃ সে কি কথা! গেলেন পড়াশুনা করতে। হঠাৎ আবার ম্যানেজার হতে গেলেন কেন?

www.pathagar.com

ঃ ঐ যে বললাম, বেয়াকুফী করে ফেলেছি। ঐ মেসের তিন চারজন হত্তাকত্তার অনুরোধ আমি ফেলতে পারলাম না। ওরা এমনভাবে অনুরোধ করতে লাগলো যে, আমি আর না করতে পারলাম না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমি ওদের বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, ওরা মস্ত বড় দেশপ্রেমিক লোক। কিন্তু সব বোগাস্ সব ভুল। আসলেই ওরা এক একজন এক একটা শয়তান। মুখে সব সময় দেশপ্রেমের কথা বলে। দেশপ্রেম দেশপ্রেম করে বুক ফাটায় সব সময়। কিন্তু আসলেই ওরা চোর আর লুটেরা। দেশপ্রেমের নামগন্ধও ওদের মধ্যে নেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ ওদের তোয়াজে ভুলে আমি ঐ বেয়াকুফী করি। অর্থাৎ, ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করি। ও দায় চুকিয়ে দিতে আর দিন দুয়েক লাগবে।

ঃ তাহলে ও দায় চুকিয়ে দিয়েই চলে আসবেন আপনি। আর এক দণ্ডও কিন্তু ওখানে থাকবেন না।

ঃ না, থাকবো না। কিন্তু তোমাকে এদিকে একটা কাজ করতে হবে। আমি এসেই তোমাকে শাদি করতে চাই। তোমার আব্বা-আম্মাকে এ কথা বুঝিয়ে বলতে হবে।

উল্লাসে নেচে উঠে লায়লা বানু বললো– ওমা, তাই নাকি! কি আনন্দ– কি আনন্দ!

বাচ্চা মেয়ের মতো হাত তালি দিয়ে নাচতে লাগলো লায়লা বানু। টিপু মিয়া বললো- তাঁরা যদি নারাজ হন, তাহলে তাঁদের হাতে-পায়ে ধরতে হবে। হাতে পায়ে ধরে তাঁদের রাজী করাতে হবে।

ঃ ওমা –সেকি বলছেন? হাতে পায়ে ধরতে হবে মানে? এ কথা শুনলে তো হাতে চাঁদ পাবেন তাঁরা। আমাদের শাদিটা সম্পন্ন করার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা

হাপিত্যাশ্ করে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন এক পায়ে। শুধু আপনার পরীক্ষা সামনে থাকার জন্যেই তাঁরা মুখ ফুটে কথাটা বলতে আজও পারছেন না। তাতে যদি আপনার পরীক্ষার কোন ক্ষতি হয় –

www.pathagar.com

ঃ আমার পরীক্ষার সুবিধার জন্যেই আমি এসেই তোমাকে শাদি করতে চাই !

ঃ কি রকম – কি রকম ?

ঃ আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নয়। যাতে করে প্রকাশ্যে তুমি আমার দেখ্‌ভাল্ করতে পারো, আমাকে সব সময় সাহায্য করতে পারো, সেই উদ্দেশ্যেই শাদিটা হওয়া দরকার। পরীক্ষার আর মাত্তর মাস দেড়েক আছে। তুমি আমাকে সাহায্য করলে এক মাসের মধ্যেই আমার পূর্ণ কোর্স আমি রিভাইজ্ দিয়ে ফেলতে পারবো। কোনই অসুবিধে হবে না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ তাতে আশা করছি, আল্লাহর দয়ায় আমি ফার্স্ট ক্লাসটাও পেয়ে যাবো।

ঃ আল্লাহতায়ালা আপনার আশা পূরণ করুন, আমি এই কামনাই করি।

ঃ নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই অনাড়ম্বরভাবে আমাদের শাদিটা এখনই হয়ে যাক, এইটেই আমি চাই। আড়ম্বর অনুষ্ঠান সব পরীক্ষার পরে।

ঃ তাই হবে– তাই হবে। আপনি যা বলবেন, আমার আব্বা– আম্মারা তাই করবেন।

ঃ সে ব্যবস্থা তুমি ক'রো।

ঃ অবশ্যই করবো। করবো মানে কি? কিন্তু–

ঃ কিন্তু কি?

ঃ সত্যিই কি আপনি এসেই শাদি করবেন আমাকে? সত্যি করে বলছেন?

ঃ সত্যি – সত্যি – সত্যি! তিন সত্যি করছি।

ঃ ওরে আমার পাগ্‌লা মাদাররে! আমি কিন্তু এক বুক আশা নিয়ে ঐ দিনটার প্রতীক্ষায় রইলাম।

ঃ থাকো, তাই থাকো। ইনশা আল্লাহ্ তোমার সে আশা পূর্ণ করবোই।

www.pathagar.com

এবার লায়লা বানু ঝুপ করে বসে পড়লো টিপু মিয়ার পায়ের কাছে। টিপু মিয়া চমকে উঠে বললো– আরে, ওকি– ওকি? লায়লা বানু স্মিতহাস্যে বললো – হবু স্বামীর কদমবুঁসি করছি।

আবদুল্লাহ্ আমিন, টিপু হো-হো করে হেসে উঠে বললো – পাগ্‌লী কাঁহাকার!

// দি ঝামেলা মেস্। মেসে ফিরে এসেই লায়েবুল্লাহ আর আবদুলকে তলব দিলো টিপু মিয়া। তারা দুইজন ভয়ে ভয়ে এসে গলায় কাপড় জড়িয়ে টিপুর সামনে দাঁড়ালো। তাদের উপর টিপু মিয়ার অগ্নিদৃষ্টি।//

টিপু ঃ খুন করবো।

লায়েব /আবুদল ঃ (আঁত্‌কে উঠে) হুজুর মা-বাপ!

টিপু ঃ জ্যান্ত পঁতে ফেলবো!

উভয়ে ঃ দোহাই হুজুর!

টিপু ঃ পিঠের ছাল তুলে নেবো!

উভয়ে ঃ হুজুর রক্ষে করুন।

টিপু ঃ চাউল কোথায়, চাউল?

লায়েব ঃ বেঁমাক ফুরায়্যা গেছে বাপো?

টিপু ঃ খড়ি?

আবুদল ঃ হগ্‌গডাই হ্যাষ।

টিপু ঃ কাপ-প্লেট-পিরিচ?

আবদুল ঃ হে কথা কওন যাইবোনা।

টিপু ঃ হাড় পিষে ফেলবো।

আবদুল ঃ হায় আল্লাহ!

// মেহেরুন্নেছার প্রবেশ//

মেহেরুন ঃ হ্যায় ? ইধার মুহসীন সাব্ হ্যায়? সেলাম হুজুর –

www.pathagar.com

টিপু ঃ কে?

মেহেরুন ঃ মেরি নাম মেহেরুন্নেছা। ম্যয় ফেরিওয়ালী। মুহসীন সাব্ কি ধার হ্যায়, বাতাইয়ে না থোড়া?

টিপু ঃ তার সাথে কি দরকার?

মেহেরুন ঃ চাউল। চাউল কি লিয়ে সাব্।

টিপু ঃ চাউল!

মেহেরুন ঃ হঁ সাব্ কুছ্ রোজ আগারী হিঁয়াছে দো মণ চাউল লে গায়ী থি। উস্‌ছে মেরা জিয়াদা মুনাফা মিলা।

টিপু ঃ দুই মণ চাউল! কে দিয়েছিল?

মেহেরুন ঃ উও মুহসীন সাব।

টিপু ঃ কোথা থেকে দিয়েছিল?

মেহেরুন ঃ হিঁয়াছে। উধার ঐ ঘরমে উস্‌কো গুদাম হ্যায় না, চাউল কা গুদাম? উও গুদামছে।

টিপু ঃ কখন?

মেহেরুন ঃ রাত মে।

টিপু ঃ আই. সি.!

আবদুল ঃ খাইছেরে !

লায়েব ঃ দ্যাখোচিন্ ?

মেহেরুন ঃ বাতাইয়ে না সাব, উও আদমী কি ধার হ্যায়?

টিপু ঃ বাইরে একটু অপেক্ষা করো। কিছু পরেই আমি তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাবো।

মেহেরুন ঃ বহুৎ আচ্ছা সাব্। সেলাম। (প্রস্থান)

আবদুল ঃ (লায়েবকে) তাইতো হালায় গুদাম ফাঁক!

লায়েব ঃ কায্যিবাদ! চাবিডা সেদিন অর কাছেই আছ্‌লোরে আবদুল!

// জেকের আলী মোল্লার প্রবেশ।//

মেহেরুন ঃ এই যে ছাব্, ছুন্‌ছেন?

www.pathagar.com

টিপু ঃ কে? কাকে চাই?

জেকের ঃ এই খানটায় জিলানী শায়েব আছেন নাকি জ্বি?

টিপু ঃ না। তাকে কি দরকার?

জেকের ঃ খড়িটড়ি আর লাগবে কিনা, ছেই কথা জানার জন্যে শার! মাছের পরথম দিকে পঁচিছ্ মুণ লিয়াছিলো তো?

টিপু ঃ পঁচিশ মণ! কে নিয়েছিল!

জেকের ঃ ঐ জিলানী মিয়া। আপনাদের এই মেছের জন্যেই তো লিয়াছিল?

টিপু ঃ পঁচিশ মণ, না চল্লিশ মণ?

জেকের ঃ ছে আবার কি কথা কহিছেন? পঁচিছ কে চল্লিছ বানাইছেন ক্যানে?

আবদুল ঃ (জেকেরকে) চল্লিশ মণের ভাউচারে সইদিলেন ক্যান?

জেকের ঃ কি কহিছেন জ্বি ? ভাউচারে চল্লিছ মণ লিখা ছিলো?

আবদুল ঃ জি, তাই ছিলো। (লায়েবুল্লাহকে) লায়েবুল্লাহ ভাই, কইয়াছিলাম না, ও খড়ি পঁচিশ মণের এক ছটাক বেশি অইবো না। চল্লিশ মণ কস্মিনকালেও নয়। অহন হলো তো? কইয়া ছিলাম না?

লায়েব ঃ কয়্যা কি করবিন, ক? বেমাকগুলো সায়েব সুবা মানুষ। হামাকেরে মুতোন তো গরুভেড়া লয়?

জেকের ঃ (টিপুকে) কি ব্যাপার সাব্? কোন গোলমাল টোলমাল হয়্যাছে নাকি?

টিপু ঃ তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা করোতো ভাই। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।

জেকের ঃ হুঁউ, টিপ্ছতি দেয়ার ছুময়ই আমার এই রকম ছন্দেহ হয়্যা—ছিল!

আবদুল ঃ ক্যান্, আমারে যে গাছ পাগল কইয়াছিলেন, অহন হেডা মনে ধরতাছে?

www.pathagar.com

জেকের ঃ তাই তো জি। ছালা লিখ্‌খা পহড়া না ছিখে তো আচ্ছা এক ফ্যাছাদে পড়েছি। বুড়ো আঙ্গুল চালাই বুল্যা, ছব মামুর ব্যাটাই হামাকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইবার লেগেছে? (প্রস্থান)

টিপু ঃ বলো গ্লাস-প্লেট কোন সাহেবের পেটে গেছে?

লায়েব ঃ তা বুললে হামাকেরে জান ফানা কর্‌্যা দিবেহিনি বাপো।

টিপু ঃ না বললে জান তোমাদের আমিই ফানা করে দেবো।

লায়েব ঃ ল্যাওদিনি, কি সব খামকা ফ্যাসাদ!

টিপু ঃ (ধমক দিয়ে) কার পেটে গেছে?

লায়েব ঃ আমার মুনে হয়, উগুলা ঐ লাছির মিয়ার প্যাটোত্‌ই গেছে বাপো।

টিপু ঃ হুঁউ! আর কাপ-পিরিচ?

আবদুল ঃ আমি হালায় এক্কেবারে হলফ কইরা কইবার পারি —কাপ-পিরিচ হগগলগুলাই ঐ হাতেম মিয়ার ব্যাগের মধ্যে গেছে।

টিপু ঃ আই. সি .। তা শপিং-এর র দৈনিক সেলামী দেয় কত?

লায়েব ঃ হত্যি কথা কইবো সাব্‌?

টিপু ঃ ফের মিথ্যা কথা?

আবদুল ঃ হেলামীর বদলের হুদই আক্কেল সেলামীডাই দেয় সাব।

টিপু ঃ মানে?

লায়েব ঃ কয়, কোন কতা ফাঁশ করবিন তো তোমাকেরে জোড়া হাড় এক খানাও জোড়া রাখমুনা। বেঁমাকগুলা গুঁড়া কর্‌্যা দিমু।

আবুদল ঃ চাকরীডা তো হ্যাষ কইরা দেবোই, হেইলেগ জানডাও হ্যাষ কইরা দেয়োনের কথা কয়।

টিপু ঃ বটে !

আবদুল ঃ কয়, এ হালার ম্যানেজারতো তোমাগোরে বাঁচাইবার পারবোই না, দুইদিন বাদে ঐ হালার গলাতেও আমরা গামছা লাগাইবো।

টিপু ঃ (চিৎকার করে) শাট্‌আপ!

www.pathagar.com

উভয়ে ঃ (চমকে উঠে হাত জোড় করে) হুজুর মা-বাপ! (টিপু মিয়ার পায়ের কাছে বসে পড়লো)

টিপুঃ ঠিক থেকো। সময় মতো যেন পাওয়া যায় ? (চলে গেল)

//দি ঝামেলা মেসের অফিস কক্ষ। পরের দিনই ২১শে ফেব্রুয়ারি হেতু অফিস কক্ষে স্টেজ্ রিহেয়ারসেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসেছে আলো, মাইক ও যন্ত্র সঙ্গীতযন্ত্র। এসেছে ঘোষক। দর্শকও এসেছে অনেক। লাল আলোতে দেখা গেল দর্শকদের দিকে মুখ করে প্ল্যাকার্ড হাতে পাশাপাশি ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুহসীন, হাতেম, জিলানী ও নাসির। তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা যথাক্রমে Kindness, Charity, Truth, Honestry. লাল আলো নিভে গেল, স্বাভাবিক আলো জ্বলে উঠলো, শুরু হলো এ্যাক্শান।//

ঘোষক ঃ (নেপথ্যে) প্ল্যাটুন, মার্কটাইম–Kindness, Charity, Truth, Honesty, Makes a country strong and mighty.

(ঘোষক একই কথা পুনঃপুন আবৃত্তি করতে লাগলো এবং আবৃত্তির তালে তালে তারা মার্চ করতে লাগলো) কট্ হল্ট্, ওয়ান ঠো!

(তারা মার্চ করা বন্ধ করলো) ব্রেক আপ্!

(সকলে লাইন ভেঙ্গে দাঁড়ালো।)

মুহসীন ঃ অলরাইট! এবার বক্তৃতা পর্ব। আগামীকালই একুশে ফেব্রুয়ারি। কাজেই, আজ হোল্ নাইট রিহেয়ারসেল্। রিহেয়ারসেল সেরেই প্রভাতফেরিতে বেরোবো।

জিলানী ঃ রাইট– রাইট! একেকবারে পাক্কা পরিকল্পনা।

মুহসীন ঃ যেভাবেই হোক, বক্তৃতা আমাদের খাশা করতেই হবে।

হাতেম ঃ অফকোর্স্! দেশ ও জাতি আমাদের কাছে অনেক কিছুই আশা করে।

নাসির ঃ অবশ্যই–অবশ্যই। আমরাই হলাম দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।

টিপু ঃ (নেপথ্যে মাইকে) এতদ্বারা দি ঝামেলা মেসের বোর্ডারদের জানানো যাইতেছে যে, অদ্য রজনী হইতে মেসের মিল স্টপ্ হইয়া গেল। এখানে আপাতত আর চুলা জ্বলিবে না। নূতন

www.pathagar.com

মাসের টাকা জমা দিয়া নূতনভাবে মিল স্টার্ট না করা পর্যন্ত, নিজ নিজ খাবারের ব্যবস্থা সকলকে নিজের খরচে বাহির হইতে করিতে হইবে। ইতি। ম্যানেজার, দি ঝামেলা মেস্।

//সকলে চম্‌কে উঠবে//

মুহসীন ঃ তার মানে!

হাতেম ঃ সে কি!

জিলানী ঃ খুন করবো।

নাসির ঃ হাড় ছেঁচে দেবো।

মুহসীন ঃ মাসের বিশ তারিখেই মিল বন্ধ?

হাতেম ঃ আট নয় দিন থাকতেই

জিলানী ঃ চোর চোর –

নাসির ঃ শালা পাক্কা চোর!

মুহসীন ঃ ধর শালাকে–

সকলে ঃ চল্ – চল্ –

//সকলে অগ্রসর হলো। টিপু সামনে এসে দাঁড়ালো//

টিপু ঃ যেতে হবে না। আমি নিজেই উপস্থিত।

মুহসীন ঃ এর অর্থ কি?

হাতেম ঃ মামার বাড়ীর আব্‌দার?

জিলানী ঃ কোন কথা নয়, আগে লাগাও শালাকে –

সকলে ঃ হ্যাঁ –হ্যাঁ, লাগাও –লাগাও –

//সকলে প্ল্যাকার্ড তুললো। জেকের আলী মোল্লা প্রবেশ করে ছাতি দিয়ে বাধা দিলো।//

জেকের ঃ এই, খবরদার!

জিলানী ঃ কে?

জেকের ঃ চল্লিছ্ মুণ খড়ি। পাঁচিছ্ মুণ লিয়া চল্লিছ্ মুণের ভাউচার বানাইলেন, আর এখন চিনতে পারছেন না জ্বি?

www.pathagar.com

জিলানী ঃ (ঘাব্ড়ে গিয়ে) হ্যাঁ! তুমি!

// মেহেরুননেছার প্রবেশ।//

মেহেরুন ঃ সেলাম হুজুর। আউর দো মণ চাউল মিলেগী মুহসীন সাব্?

মুহসীন ঃ (ঘাব্ড়ে গিয়ে) মেহেরুন্নেছা !

// আবদুলের প্রবেশ।//

আবুদল ঃ আমিও আইছি সাব্!

হাতেম ঃ কে?

আবদুল ঃ এক ব্যাগ কাপ পিরিচ!

হাতেম ঃ (ঘাব্ড়ে গিয়ে) আবদুল!

// লায়েবুল্লাহর প্রবেশ//

লায়েব ঃ এক সুটকেস্ গেলাস্ পেলেট!

নাসির ঃ (ঘাবড়ে গিয়ে) লায়েবুল্লাহ্!

টিপু ঃ সেই সাথে মার্কেটিংয়ের মুনাফা আর গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট গুলো এখানে ফেলুন!

//সকলে নীরব//

টিপু ঃ কি কেউ কথা বলছেন না কেন? আট নয় দিন আগেই মিল বন্ধ হয়েছে বলে এত তর্জন গর্জন করছেন আর এখন কেউ কথা বলছেন না কেন?

মুহসনি ঃ (সাহস সঞ্চয় করে) বলবোনা মানে? এক শোবারা বলবো।

হাতেম ঃ (সাহস সঞ্চয় করে) কার ভয়ে বলবো না?

জিলানী ঃ আমাদের হাতে লোকজন নেই?

মুহসীন ঃ চল্– চল্, সবাইকে ডেকে আনি –

অপর তিনজন ঃ চল্ –চল্–

// মুহসীন, হাতেম, জিলানী ও নাসির প্রস্থানোদ্যত হতেই তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এক বিশাল পালোয়ান।

www.pathagar.com

পালোয়ানের পরনে মাকোচা। তৈল সিক্ত খালি গা। কাঁধে বিশাল এক মুগুর। সে কট্‌মট্‌ করে এদের দিকে তাকালো।//

ওরা চারজন ঃ (আঁতকে উঠে) ওরে বাপ্‌রে !!

(তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে ঘুরে মুহসীনেরা চারজন বিপরীত পথে এগুতেই অনুরূপ এক পালোয়ান অনুরূপভাবে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ঘাড়ে মস্তবড় এক খাঁড়া (খড়্গ)

ওরে বাবারে –মরেছি –মরেছি!!

// মুহসীনেরা চারজন ছিট্‌কে এসে মঞ্চের মাঝখানে পড়লো এবং আতংকে ও ভয়ে ওরা জড়াজড়ি করে কাঁপতে লাগলো।//

মুহসীন ঃ (ভীতকণ্ঠে) এ সবের মানে? এসব কি?

টিপু ঃ মুগুর। শুধু এই দুইজনই নয়, এদের পেছনে মুগুর হাতে আরো অনেক লোক আছে।

মুহসীন ঃ সে কি!

টিপু ঃ আপনারাই তো বলেছিলেন, এই মেসের ভূত কেউ তাড়াতে পারলে একমাত্র আমিই তা পারবো? এই সেই ভূত তাড়ানো দাওয়াই। হুকুম দিলেই ওরা চিকিৎসা শুরু করবে।

মুহসীনরা চারজন ঃ ওরে বাপরে্!

টিপু ঃ (হুকুমের ভঙ্গিতে) পালোয়ানজি–(পালোয়ানেরা নড়ে চড়ে উঠলে)

জিলানী (চমকে উঠে হাত জোড় করে) দোহাই ভাই, বাঁচান–বাঁচান। (টিপুর পায়ে পড়লো)

হাতেম ঃ (অনুরূপভাবে) আপনার পায়ে পড়ি, বাঁচান। (টিপুর পায়ে পড়লো)

নাসির ঃ (হাত জোড় করে) যা নিয়েছি সব ফেরত দেবো। ওদের যেতে বলুন। (টিপুর পায়ে পড়লো)

www.pathagar.com

মুহসীন ঃ (চম্‌কে উঠে) জীবনেও এমন কাজ আর করবো না ভাই। এই নাকে মাটি দিলাম। (টিপুর পায়ের কাছে বসে নাকে মাটি দিলো।)

//পালোয়ানরা এগুলো। টিপুর পায়ের কাছে বসে ওরা চারজন হাত জোড় করে আকুতি মিনতি করতে লাগলো //

টিপু ঃ (হাত তুলে পালোয়ানদের থামিয়ে দিয়ে) তাহলে অপরাধ স্বীকার করছেন?

নাসির ঃ হ্যাঁ ভাই, হাতেনাতে ধরা পড়েছি। আর কি মিথ্যা বলে লাভ আছে?

টিপু ঃ এবার বুঝতে পারছেন, কেন মেস্ আগেই বন্ধ হয়?

ওরা চারজনঃ হাড়ে হাড়ে ভাই, হাড়ে হাড়ে!

টিপু ঃ উঠুন। (সকলে উঠে দাঁড়ালো) আপনারা মানুষের বাচ্চা, না কাঁক্‌ড়ার বাচ্চা? যে উদরে থাকেন, সেই উদরটাই কুড়ে কুড়ে খান?

আবদুল ঃ হালায়, যে নাওডায় চইড়া আছেন, হেই ডারেই তলাইয়া দেবার চান?

মুহসীন ঃ আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের দুঃখের কারণ আমরাই।

আবদুল ঃ (দর্শকদের প্রতি) হেইলগে আপনারাও একটু বুইঝা লন্ তো– এই মেস্‌টা যদি একটা দেশ হয়?

লায়েব ঃ (দর্শকদের প্রতি) তাই তো! যদি তাই হয়?

শেষ

– আলহামদুলিল্লাহ্ –

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com